বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:

জাহিদ মালেক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা:

লোকমান হোসেন মিয়া, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদ:

কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মোঃ শফিকুল ইসলাম, হেড অব প্রোগ্রামস - বাংলাদেশ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি এডভাইজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস ও সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড ১), বিসিআইসি

পরিকল্পনা:

কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং
কর্মসূচি পরিচালক - ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল।

সম্পাদনা পরিষদ:

হোসেন আলী খোন্দকার, সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন

আমিনুল ইসলাম সুজন, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ডা. মোঃ ফরহাদুর রেজা, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

মোঃ আবু রায়হান, প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট।

প্রকাশকাল:

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৫
তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : জুন ২০২১

কম্পিউটার কম্পোজ:

শারমিন রহমান, অদুত রহমান ইমন, ফারহানা জামান লিজা, মোঃ মহিউদ্দিন, মোঃ আবু রায়হান, মাসুদ আহমেদ ও মোঃ রুবেল মিয়া।

প্রকাশনায়:

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আনসারী ভবন (৫ম তলা), ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮ ০২ ২২৩৩৫৫১৩৫
ইমেইল: info@ntcc.gov.bd ও ntcc_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: http://ntcc.gov.bd

৩১ শে জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং Inter-Parliamentary Union আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় স্পীকার সম্মেলনে সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** ঘোষণা দিয়েছেন:

আমরা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাই। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করছি, সেগুলো হচ্ছে:

- প্রথম পদক্ষেপে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবহার করে একটি তহবিল গঠন করা, যা দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- দ্বিতীয় ধাপে, আমরা তামাকের উপর বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিব। এর উদ্দেশ্য হবে, দেশে তামাকজাত পণ্যের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস এবং একই সাথে এ অঞ্চলের সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি করা।
- সর্বোপরি, আমার সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সব ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারের সাথে মিল রেখে আমরা আমাদের আইনগুলোকে FCTC 'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করব।

মুখবন্ধ

ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার পৃথিবীতে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। তামাক ব্যবহারের কারণে হৃদরোগ, স্ট্রোক, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতী অসংক্রামক রোগ দেখা দেয়। পৃথিবীতে যত মানুষ তামাক ব্যবহার করে তার অর্ধেক তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তামাকজনিত কারণে পৃথিবীতে প্রতিবছর ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে, যার অধিকাংশই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ঘটছে। জাতিসংঘ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' - এসডিজি'তে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ এক-তৃতীয়াংশ কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩% শতাংশ মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। টোব্যাকো এটলাস ২০১৮ অনুসারে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ তামাকজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার FCTC-র কতিপয় বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী পাস করে এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করে। সরকার এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন।

তামাকের ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে দেশের আপামর জনসাধারণকে রক্ষায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম প্রতিনিধির সকল পর্যায়ে কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ ধূমপানজনিত অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং চিকিৎসা খাতের বিশাল ব্যয় হ্রাস পাবে। তাছাড়া, যারা নিয়মিত তামাক সেবন করেন তাদেরকে তামাকের নেশা থেকে দূরে রাখতে পারলে সুস্থ জাতি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার কাজ গতিশীল হবে। এতে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আমার বিশ্বাস। ফলে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা, আলোচ্য আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অর্ন্তভুক্ত করে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটির প্রজ্ঞাপন, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তামাকমুক্তকরণ নির্দেশিকা, তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্দেশনা একত্রিত করে 'বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি-বিধান' শিরোনামে পুস্তাকারে প্রকাশ করা হলো।

আমি আশা করি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে এ প্রকাশনাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কাজী জেবুন্নেছা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং
কর্মসূচি পরিচালক -
ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ - আমাদের প্রত্যয়

ধূমপান মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। তামাক সেবনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ধাবিত হয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তামাক কোম্পানিগুলো কিশোর-তরুণদের ধূমপানে আকৃষ্ট করতে নানারকম কৌশল গ্রহণ করছে। নিত্যনতুন পন্থায় তারা নতুন প্রজন্মকে ধূমপান এবং নিকোটিনসমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করছে।

তামাক বিশ্বব্যাপী এক সমস্যা। তামাককে বলা হয়, প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর প্রধান কারণ। তামাকজনিত রোগে মৃত্যুসংখ্যা ম্যালেরিয়া, যক্ষা, এইচআইভি/এইডস এর সম্মিলিত মৃত্যুর চাইতেও বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তামাকের নেশার ছোবলে পৃথিবীতে প্রতি ৬ সেকেন্ডের কম সময়ে একজন ও বছরে ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ মারা যায়।

তামাক ব্যবহারজনিত রোগ ও মৃত্যু বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে ধূমপানের ক্ষেত্রে বিড়ি-সিগারেট এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকের ক্ষেত্রে পানের সঙ্গে সাদাপাতা/আলাপাতা ও জর্দা, মাড়িতে গুল ইত্যাদির ব্যবহার বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৪ সালের গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনের ফলে ফুসফুস ক্যান্সার, মুখ গহ্বরের ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ (সিওপিডি), ডায়বেটিস, হাঁপানি, বার্জাজ ডিজিজ ইত্যাদি রোগে ১২ লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়, এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ অকাল পঙ্গুত্বের শিকার হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক প্রকাশনা দি টোব্যাকো এটলাস এর ২০১৮ সালের সংস্করণে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর এক লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ তামাকজনিত রোগে মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও ক্যান্সার রিসার্চ-ইউকে'র যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, সরকার সব তামাক থেকে যত রাজস্ব পায়, তার চাইতে অনেক বেশি অর্থ তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট তৈরি করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন: এর মধ্যে গণপরিসর এড়িয়ে চলা, মাস্ক ব্যবহার করা, সাবান দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত ধোঁয়া এবং হাত দিয়ে মুখ, চোখ, নাক স্পর্শ না করা এবং ধূমপান পরিহার অন্যতম।

যারা ধূমপান করেন তারা হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে বিড়ি-সিগারেটের গোড়া ঠোঁটে নেন। ফলে ধূমপানের জন্য হাতের সঙ্গে ঠোঁটের সংস্পর্শ কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া ধূমপান ফুসফুস ও শ্বাসনালীর মারাত্মক ক্ষতি করে কোমরবিডিটি বৃদ্ধি করে। ইতোমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন গবেষণার আলোকে জানিয়েছে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে, মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পলমনারি ডিজিজ -সিওপিডিসহ ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটে। ধূমপায়ী ব্যক্তির ধূমপান পরিত্যাগের মাধ্যমে অথবা পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন এবং বাসাবাড়িতে ধূমপান না করার মাধ্যমে অধূমপায়ীদের ফুসফুসের নানাবিধ ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব।

গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস্) ২০১৭ এর তথ্য অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষ অর্থাৎ ৩৫.৩% মানুষ তামাক (বিড়ি-সিগারেট, জর্দা, গুল ইত্যাদি) ব্যবহার করে। দরিদ্র ও নিরক্ষরদের মধ্যে তামাক সেবনের হার বেশি। গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে ২০১৩ অনুসারে, বাংলাদেশের ১৩-১৫ বছরের শিশুদের মাঝে ধূমপায়ী ২.৯% এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ৪.৫%।

তামাকের পিছনে অর্থ ব্যয় পরিবেশ, খাদ্য, শিক্ষা ও গৃহস্থালী কর্মকান্ডের উপর প্রভাব ফেলে। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টের হাংরি ফর টোব্যাকো শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, দরিদ্র অভিভাবকেরা যদি তামাকের জন্য ব্যয়িত অর্থের ৬৯% খাদ্যের জন্য ব্যয় করে, তবে দেশে অপুষ্টিজনিত শিশু মৃত্যু অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব।

শুধু তামাক সেবনই নয়, তামাক চাষ ও তামাক পাতা চুল্লীতে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কারখানায় তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি জমির পরিমাণ এমনিতেই কম। তামাক চাষের কারণে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে গাছ ব্যবহারের কারণে বনভূমিও ধ্বংস হচ্ছে।

জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় (এসডিজি) সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের লক্ষ্যে অসংক্রামক রোগজনিত অকালমৃত্যু এক তৃতীয়াংশ হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর বাস্তবায়নকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। দারিদ্র দূরীকরণ, জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, কৃষি জমি সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বনজ সম্পদ সুরক্ষা ও পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যকর শহর/নগরসহ এসডিজির প্রায় প্রতিটি উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এফসিটিসিতে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং এর আলোকে ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনী পাস ও ২০১৫ সালে বিধিমালা জারি করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০% স্থানে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা মুদ্রণ করা হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশে উৎপাদিত ও আমদানীকৃত সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। সারচার্জের অর্থ তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সরকার একটি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি দক্ষিণ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল রাজস্ব বাজেটের আওতায় তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর আওতায় গণমাধ্যমে তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক টিভি স্পট প্রচার করা হচ্ছে। বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সারাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রচার-প্রচারণা ও টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে - সেখানে গুরুত্বসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা গেলে বাংলাদেশে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার ও ফুসফুসের প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগ (সিওপিডি, এজমা, হাঁপানি ইত্যাদি) বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ্। এজন্য ২০১৩ সালে সংশোধিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এ আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও গণ পরিবহনসমূহ ধূমপানমুক্ত এবং এসব স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ, ১৮ বছরের নীচের শিশুদের নিকট ও তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৫০ভাগ স্থানজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন রয়েছে। আইনের এসব ধারা বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশকে ২০৪০ সালের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ তামাকমুক্ত করা সম্ভব। এজন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বেগবান করতে এ বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন, বিধি ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা, কৌশলপত্র ও প্রজ্ঞাপন সংযুক্ত করা হয়েছে। এ বইটি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশা করছি।

হোসেন আলী খোন্দকার
সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র:

০১	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ)	০৯-১৫
০২	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ কার্যকরের প্রজ্ঞাপন	১৬
০৩	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫	১৮-২১
০৪	স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান তামাকমুক্তকরণ নির্দেশিকা	২৩-২৭
০৫	তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র ও কার্যকর সংক্রান্ত নোটিশ	২৯-৩৩
০৬	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও কার্যকর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৩৫-৪৩
০৭	ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র ও কার্যকর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	৪৫-৪৯
০৮	তামাক নিয়ন্ত্রণ জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির প্রজ্ঞাপন	৫১-৫২
০৯	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির প্রজ্ঞাপন	৫৩-৫৫
১০	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির প্রজ্ঞাপন	৫৬-৫৭
১১	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা	৫৯-৯৮
১২	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধন ২০১৩) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ -এর আলোকে ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, কার্টন, কৌটায় মুদ্রণের জন্য অনুমোদিত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীসমূহ	৯৯
১৩	নো-স্মোকিং সাইনেজ (ধূমপানমুক্ত সর্তকতামূলক নোটিশ) এর নমুনা	১০০

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫
(২০১৩ সালের সংশোধনীসহ)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তারিখ, ১লা চৈত্র, ১৪১১/১৫ মার্চ. ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা চৈত্র, ১৪১১ মোতাবেক ১৫ই মার্চ ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৫ সনের ১১ নং আইন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর;

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রর্বতন।**– (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

[১](ক) **"কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দ্বায়িত্ব পালনের জন্য কোন আইনের অধীন, বা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

---

[১] ধারা ২ এর দফা (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[২](খ) **"তামাক"** অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণিভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশ বিশেষ;

[৩](গ) **"তামাকজাত দ্রব্য"** অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হইতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"ধূমপান"** অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে:

(ঙ) **"ধূমপান এলাকা"** অর্থ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

[৪](চ) **"পাবলিক প্লেস"** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস, ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) **"পাবলিক পরিবহণ"** অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

(জ) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

[৫](ঝ) **"ব্যক্তি"** অর্থে কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী বা পরিবেশনকারীও অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগ**– এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে the Railways Act 1890 (act IX of 1890), the Dhaka Metropolitan Police Ordiance, 1976 (Ord. No. III of 1976), the Chittagong Metropolitan Police Ordiance, 1978 (Ord. No. XLV. III of 1978), the Khulna Metropolitan Police Ordiance, 1985 (Ord. No. LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), [৬]"সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সহ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।**– (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না।

[৭](২) কোন ব্যক্তি উপ–ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুন হারে দন্ডনীয় হইবেন।

---

[২] ধারা ২ এর দফা (খ) **ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত**
[৩] ধারা ২ এর দফা (গ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৪] ধারা ২ এর দফা (চ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৫] ধারা ২ এর দফা (ঝ) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত
[৬] ধারা ৩ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৩ ধারাবলে) "the Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben.Act, II of 1919);" বিলুপ্ত ও "এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন), "সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৩ নং আইন), বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৪ নং আইন)" সন্নিবেশিত
[৭] ধারা ৪ এর উপ ধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮]৫। **তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধান** ।– (১) কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, ছাপানো কাগজ, বিলবোর্ড বা সাইনবোর্ডে বা অন্য কোন ভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়ে প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে, উহার কোন নমুনা, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে, জনসাধারণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিবেন না বা করাইবেন না;

(গ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার বা উহার ব্যবহার উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি প্রদান বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার (sponsor) বহন করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঘ) কোন প্রেক্ষাগৃহে, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বা ওয়েব পেজে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য সম্পর্কিত কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না;

(ঙ) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রমান্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমায় কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে;

(চ) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার অনুরূপ বা সাদৃশ্য অন্য কোন দ্রব্য বা পণ্যের মোড়ক, প্যাকেট বা কৌটার উৎপাদন, বিক্রয় বা বিতরণ করিবেন না বা করাইবেন না;

(ছ) তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।

ব্যাখা- উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বা তামাকের ব্যবহার প্রবর্ধনের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের বানিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর কোন কিছুই তামাক বিরোধী স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর (Corporate Social Responsibility) অংশ হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করিলে বা উক্ত কর্মকান্ড বাবদ ব্যয়িত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন তামাক বা তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করিবেন না বা করাইবে না অথবা উহা ব্যবহারে অন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান করিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[৯]৬। **অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ** ।– (১) কোন ব্যক্তি কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়

---

[৮] ধারা ৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৯] ধারা ৬ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত ও ৬ক ধারাবলে সন্নিবেশিত

দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

[১০]৬ক। **অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ, ইত্যাদি।**- (১) কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্তনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। **ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা–** (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[১১]৭ক। **পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, ইত্যাদির দায়িত্ব।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধির বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

[১২]৮। **সতকর্তামূলক নোটিশ প্রদর্শন।**– (১) ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

৯। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা।**– (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহন হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহীত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

---

[১০] ধারা ৭ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১১] ধারা ৭ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১২] ধারা ৮ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ৯ ধারাবলে সংখ্যায়িত ও সন্নিবেশিত

[১৩]১০। **তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মূদ্রন, ইত্যাদি।-**

(১) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটার উভয় পার্শ্বে মূল প্রদর্শনী তল বা যে সকল প্যাকেটে দুইটি প্রধান পার্শ্বদেশ নাই সেই সকল প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে অনূন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিমান স্থান জুড়িয়া তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে, রঙ্গিন ছবি ও লেখা সম্বলিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলায় মূদ্রন করিতে হইবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় নিম্নবর্ণিত সচিত্র সতর্কবাণী মূদ্রন করিতে হইবে, যথা:–

(ক) ধূমপানে ব্যবহৃত তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:–

(অ) ধূমপানের করণে গলায় ও ফুসফুসে ক্যান্সার হয়;
(আ) ধূমপানের কারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়;
(ই) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;
(ঈ) ধূমপানের কারণে হৃদরোগ হয়;
(উ) পরোক্ষ ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;
(ঊ) ধূমপানের কারণে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(খ) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে:–

(ঋ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে মুখে ও গলায় ক্যান্সার হয়;
(আ) তামাকজাত দ্রব্য সেবনে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সতর্কবাণী।

(৩) বাংলাদেশে বিক্রিত তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় **"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত"** মর্মে একটি বিবৃতি মুদ্রিত না থাকিলে বাংলাদেশে কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে, তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, কার্টন, কৌটা বা মোড়কে ব্যান্ড এলিমেন্ট (যেমন– লাইট, মাইল্ড, লো-টার, এক্সট্রা, আল্ট্রা শব্দ) ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত স্বচিত্র সর্তকবাণী এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিবৃতি তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন ও কৌটায় মূদ্রণ পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডনীয় হইবেন।

১১। **তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।**– (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যক্তি তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

---

[১৩] ধারা ১০ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৪]১২। **তামাক ও তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।**– তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও উহার ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ, এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। **জনসেবক।**– কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিনযোগ্য।**– (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন সকল অপরাধ–

(ক) আমলযোগ্য (Cognizable) এবং জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে;

(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

১৫। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**– [১৫](১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

[১৬](২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী কোন আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

[১৭]১৫। (ক) **জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন, ইত্যাদি।**- (১) এই আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অধীন "জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল" নামে একটি সেল থাকিবে।

(২) উক্ত সেলের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ।**– এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English text) থাকিবে:

–তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

---

[১৪] ধারা ১২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[১৫] ধারা ১৫ (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ১২ ধারাবলে সংখ্যায়িত

[১৬] ধারা ১৫ (২) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১১ ধারাবলে সংযোজিত

[১৭] ধারা ১৫ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৩ ধারাবলে সন্নিবেশিত

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**– (১) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে –

[১৮](ক) The Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben.Act, II of 1919);

[১৯](কক)The East Bengal Prohibition of Smoking in Show House Act, 1952 (E.B. Act XIII of 1952); এবং

(খ) তামাকজাত সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৪৫ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনসমুহের অধীন কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ড. মো. ওমর ফারুক খান
সচিব

[১৮] ধারা ১৮ (ক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত
[১৯] ধারা ১৮ (কক) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধন) ২০১৩ এর ১৪ ধারাবলে পুনঃসংখ্যায়িত

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২৩, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ৯ চৈত্র ১৪১১/২৩ মার্চ ২০০৫

এস, আর, ও নং ৭১-আইন/২০০৫ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদ্বারা ১২ চৈত্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৬ মার্চ, ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ তারিখকে উক্ত আইন কার্যকর হইবার তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সচিব

মোঃ নুর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেঁজগাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
(১০৮৯)

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৯, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১২ মার্চ ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নং ৫৮-আইন/২০১৫।- ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম**।- এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।- আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ বর্ণিত "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন, যথা:-

(ক) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(খ) সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা;

(ঘ) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন এ কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর;

(ছ) অগ্নি নির্বাপণ বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা; এবং

(জ) কারখানা পরিদর্শক।

৪। **ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি**।– (১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা:-

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে;

(গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন;

(ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে;

(ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে;

(চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে;

(ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষ বিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট;

(জ) শিশুপার্ক;

(ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং

(ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

(২) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইলে উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানকে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।

(৩) একাধিক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন যেমন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী, ইত্যাদি হইলে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান নির্দিষ্ট করা যাইবে, তবে–

(ক) উক্ত স্থানটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ অংশে বা পিছনে বা উন্মুক্ত স্থানে হইতে হইবে;

(খ) উক্ত স্থানটি যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

৫। **সিনেমায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান।**– (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **"ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে;

(খ) টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় **"ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড সময় ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ সিনেমা আরম্ভ হইবার পূর্বে, বিরতির পূর্বে ও পরে এবং সিনেমা প্রদর্শনের শেষে অন্যূন ২০ (বিশ) সেকেন্ড সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া **"ধূমপান/ তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়"** শীর্ষক সতর্কবাণী বাংলা ভাষায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

৬। **ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা।**– আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন করিতে হইবে, যথা:-

ক) ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে;

খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাহাতে ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া প্রবেশ করিতে না পারে উহা নিশ্চিত করা;

গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানিসহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা করা;

ঘ) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়া যাহাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত করিতে না হয় উহা নিশ্চিত করা।

ঙ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৭। **পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দায়িত্ব।**- আইনের ধারা ৭ক এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে ধূমপানমুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন, যথা:-

(ক) ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

(খ) ধূমপানমুক্ত এলাকায় কোন ছাইদানি রাখা যাইবে না;

(গ) ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে **"ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান"** এবং **"ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ঘ) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করিলে, ক্ষেত্রমত, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক অথবা উক্ত এলাকায় সেবা গ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান না করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন;

(ঙ) দফা (ঘ) এর বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, তাহাকে কোন প্রকার সেবা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন এবং আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮। **ধূমপানমুক্ত স্থান সংক্রান্ত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।**– আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নিম্নবর্ণিত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের প্রবেশপথে এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের সাইজ হইবে অন্যূন ৪০ সেন্টিমিটার x ২০ সেন্টিমিটার;

(গ) সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) সতর্কতামূলক নোটিশের নমুনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯। **তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, ইত্যাদি।**-

(১) আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট, মোড়ক, কার্টন বা কৌটায় ক্ষতি সম্পর্কিত সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত রঙ্গিন ছবি ও লেখার আকার, রং, অনুপাত ইত্যাদি সম্বলিত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অবিকল মুদ্রণ করিতে হইবে;

(খ) **"পরোক্ষ ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"** সম্বলিত সতর্কবাণী মুদ্রণ করিতে হইবে;

(গ) সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত ইলেকট্রনিক ফাইল সরকারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঘ) সচিত্র সতর্কবাণীতে ছবি ও লেখার অনুপাত হইবে ৬:১ এবং লেখাটি কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে হইতে হইবে;

(ঙ) উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লিখিত সতর্কবাণী এবং সংশ্লিষ্ট ছবিসমূহ ক্রমানুসারে তিন মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে;

(চ) সচিত্র সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় এবং উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সরকার সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর পর ছবি ও সতর্কবাণীসমূহ পুনর্মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনে নতুন ছবি ও সতর্কবাণী অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধি কার্যকর হইবার সর্বোচ্চ ১২ (বার) মাস পর হইতে সচিত্র সতর্কবাণী সম্বলিত প্যাকেট, কৌটা এবং মোড়ক ব্যতিত কোন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত **"শুধুমাত্র বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত"** মর্মে বিবৃতিটি সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট ও মোড়কের পার্শ্বদেশে মুদ্রণ করিতে হইবে এবং এই বিধিমালা কার্যকর হইবার ১২ (বার) মাস পর হইতে এই বিধান কার্যকর হইবে।

১০। **তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।**- তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১১। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(শাহনাজ সামাদ)
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)

তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

অনুমোদন ও কার্যকর: নভেম্বর ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বিশ্বে হৃদরোগ, ক্যান্সার, বক্ষব্যাধি এবং অন্যান্য অনেক প্রতিরোধযোগ্য রোগের এবং মৃত্যুর কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে, তামাক সেবনের ফলে প্রতিবছর বিশ্বে ৭১ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫.৩% প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত তামাক সেবন করে (GATS 2017)।

ধোঁয়াযুক্ত তামাক শুধুমাত্র ধূমপায়ীর স্বাস্থ্যেরই মারাত্মক ক্ষতি করে না, যারা এর পরোক্ষ শিকার তাদেরও ক্ষতি করে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ৭০০০-এর বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকে। যার প্রভাবে অধূমপায়ীরাও মারাত্মক রোগসমূহে আক্রান্ত হয়ে থাকে এমনকি মৃত্যুবরণ করে। পরোক্ষ ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা, স্ট্রোক ও প্রজনন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে জনসমাগমস্থলে (পাবলিক প্লেস) ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু GATS 2017-এ দেখা যায়, বিভিন্ন পাবলিক প্লেসসমূহে মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে, যেমন- রেস্টুরেন্টে (৪৯.৭%), যানবাহনে (৪৪.০%), স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে (১২.৭%), সরকারি ভবন/ অফিসে (২১.৬%) এমনকি স্কুলেও (৮.২%)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দেশের ৩৫.৩% বা ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক তামাক সেবনকারীর মধ্যে ২০.৬% বা ২ কোটি ২০ লক্ষ ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবন করে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পাবলিক প্লেসের অন্তর্ভুক্ত; যা শতভাগ তামাকমুক্ত থাকতে হবে।

প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক রোগী এবং দর্শনার্থী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে আসেন। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসক, সেবিকা, টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মরত। স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার কমাতে এবং রোগী ও অন্যান্যদের পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো তামাকমুক্ত রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র তামাকমুক্ত করা হলে কর্মরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, আগত রোগী, দর্শনার্থী ও অন্যান্যদের মধ্যে তামাক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার আগ্রহ তৈরি হবে। এতে করে ধূমপানের মাত্রা কমবে এবং সফলভাবে তামাকের প্রতি আসক্তি হ্রাস পাবে। আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে।

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** এই নির্দেশিকাটি "তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" নামে অভিহিত হবে এবং অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২. **সংজ্ঞা:** বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে এ নির্দেশিকায়-

ক. **"তামাক"** অর্থ কোন নিকোটিনা টাবাকাম বা নিকোটিনা রাসটিকার শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ বা এতদ্ সম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল, শিকড়, ডাল বা উহার কোন অংশ বা অংশবিশেষ।*

খ. **"তামাকজাত দ্রব্য"** অর্থ তামাক, তামাক পাতা বা উহার নির্যাস হতে প্রস্তুত যে কোন দ্রব্য, যাহা চোষণ বা চিবানোর মাধ্যমে গ্রহণ করা যায় বা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া যায় এবং বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, গুল, জর্দ্দা, খৈনী, সাদাপাতা, সিগার এবং হুক্কা বা পাইপের ব্যবহার্য মিশ্রণও (mixture) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।*

গ. **"ধূমপান"** অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সাথে টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা এবং কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।*

ঘ. **"পাবলিক প্লেস"** অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌ-বন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহণের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।*

ঙ. **"স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র"** অর্থ সকল সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান যেমন: মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, মাতৃ সদন, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ক্লিনিকসমূহ অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান।

চ. **আইন ও বিধিমালার প্রাধান্য:** এ নির্দেশিকার কোন কিছুই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধিমালার পরিপন্থি নয়, বরং সহায়ক।

* ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)-এ উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুসারে

৩. উদ্দেশ্য

৩.১. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

৩.২. তামাকজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার হ্রাস;

৩.৩. অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

৩.৪. জনসচেতনতা গড়ে তোলা;

৩.৫. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের চিকিৎসক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা; এবং

৩.৬. প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থীর জন্য তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা।

৪. ব্যাপ্তি

এ নির্দেশিকা সরকারি এবং বেসরকারি সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থী, স্বেচ্ছাসেবক, চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নির্দেশিকায় উল্লিখিত নিয়মাবলী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল ভবন ও এর অঙ্গন এবং ব্যবহৃত সকল যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫. শতভাগ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

৫.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল স্থানে এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের (ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন- যেমন সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, গুল, সাদাপাতা ইত্যাদি) ব্যবহার নিষিদ্ধ নিশ্চিত করা;

৫.২. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রবেশ পথ এবং অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানসমূহে তামাকমুক্তকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও সতর্কবাণী সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইনেজ স্থাপন করা;

৫.৩. তামাকসেবী কর্মকর্তা ও কর্মচারী, রোগী এবং দর্শনার্থীদের তামাক পরিত্যাগের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

৫.৪. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং নিয়ন্ত্রণাধীন তৎসংলগ্ন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করা;

৫.৫. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এলাকায় তামাকের বিজ্ঞাপন ও তামাক কোম্পানীর সহযোগিতায় কোন ধরনের কার্যক্রম বা অনুষ্ঠান আয়োজন না করা; এবং

৫.৬. স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক তামাক কোম্পানী বা কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত যে কোন ধরণের অনুষ্ঠান বর্জন করা।

৬. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কৌশলসমূহ

৬.১ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ভবনের সকল স্থান এবং এর সীমানার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠেয় সকল ধরণের অনুষ্ঠানাদি ও যানবাহন তামাকমুক্ত রাখা; এবং

৬.২ তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা পরিপালনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

৭. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

৭.১. রোগী, রোগীর পরিচর্যাকারী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ নিশ্চিত করা;

৭.২. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের বিষয়টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা;

৭.৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

৭.৪. 'তামাক আসক্তি নিরাময় কর্ণার' প্রতিষ্ঠাক্রমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৮. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়নের জন্য করণীয়

৮.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিটি প্রবেশ ও বহির্গমন পথ এবং অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক তামাকমুক্ত এলাকা বিষয়ক সতর্কতামূলক নোটিশ বা সাইনেজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা;

উল্লেখ্য, বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুসারে সকল পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথে এবং অভ্যন্তরে সহজে দৃশ্যমান স্থানসমূহে তামাকমুক্তকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সতর্কবাণী সম্বলিত পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইনেজ স্থাপন করার বিধান রয়েছে;

৮.২. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিটি যানবাহনে তামাকমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ বা সাইনেজ প্রদর্শন করা;

৮.৩. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রতিটি ভবনের প্রধান প্রবেশ পথে তামাকমুক্তকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সতর্কবাণী সম্বলিত ডিজিটাল সাইনেজ স্থাপন করা (প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনায় এনে), এই সতর্কবাণীসমূহের মধ্যে *'আপনি এখন তামাকমুক্ত এলাকায় প্রবেশ করছেন'*- এই বার্তাটি অন্তর্ভুক্ত করা;

৮.৪. প্রতিটি রোগী ও রোগীর পরিচর্যাকারীকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ভর্তি ও বহির্বিভাগে অবস্থানের সময় তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা সম্বন্ধে অবহিত করা;

৮.৫. স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করবে না মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা;

৮.৬. চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা;

৮.৭. তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য/ বার্তা, ব্যবস্থাপত্র/ প্রেসক্রিপশন, রোগীর ছাড়পত্র, অফিস প্যাড ও অন্যান্য নথিতে দৃশ্যমান করা;

৮.৮. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ শতভাগ তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী, রোগী ও দর্শনার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ তামাক পরিত্যাগে সহায়তা করার লক্ষ্যে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৮.৯. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি এবং বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ নিশ্চিত করা, তামাক কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত কোনো প্রকার সহযোগিতা গ্রহণ না করা; এবং

৮.১০. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, রোগী অথবা দর্শনার্থীদের তামাক ব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ হটলাইন নির্ধারণ করাসহ নির্ধারিত নম্বরটি সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

৯. তামাকের আসক্তি নিরাময় কার্যক্রম

৯.১. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যন্ত) 'তামাকের আসক্তি নিরাময় কর্ণার' চালু করা;

৯.২. রোগীদের প্রতিবার পরামর্শ দেয়ার সময় লিখিত ও মৌখিকভাবে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা;

৯.৩. তামাকের আসক্তি নিরাময় বিষয়ে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৯.৪. তামাকের আসক্তি নিরাময়ে রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা; এবং

৯.৫. হাসপাতালের তামাকের আসক্তি নিরাময় কর্ণার থেকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়নকে সম্পৃক্ত করে Quit line ব্যবস্থা চালু করা।

১০. চিকিৎসকের ভূমিকা

১০.১. চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক রোগীর ব্যবস্থাপত্রে রোগী তামাকসেবী কি-না সেই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা;

১০.২. তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধে রোগীদের সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান, তামাক সেবনের মাত্রা জিজ্ঞাসা এবং তামাক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করা; এবং

১০.৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান।

১১. নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের ভূমিকা

১১.১. নার্স এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্তৃক তামাক পরিত্যাগে জোরালো বার্তা প্রদান করা;

১১.২. তামাক পরিত্যাগের পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করা;

১১.৩. বাস্তব ভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করা;

১১.৪. সামাজিক সহায়তা পেতে সাহায্য করা; এবং

১১.৫. আচরণগত সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করা।

১২. স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা

১২.১. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

১২.২. স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক এবং চিকিৎসকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী কর্তৃক তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন করা;

১২.৩. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক তামাকমুক্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট প্রধানগণ কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১২.৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়সমূহ সকল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেমিনার এবং কনফারেন্সে উদ্ধৃত করা, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা, এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং অধীনস্ত সকলকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা; এবং

১২.৫. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দকে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কারের জন্য সুপারিশ করা।

১৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভূমিকা

১৩.১. দেশের সকল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে শতভাগ তামাকমুক্ত কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা;

১৩.২. চিকিৎসকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও নার্সদের প্রশিক্ষণ কোর্সে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করা;

১৩.৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে অর্থ বরাদ্দ রাখা;

১৩.৪. বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান/ নবায়নের পূর্বে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

১৩.৫. চাকুরির বিজ্ঞপ্তিতে অধূমপায়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া;

১৩.৬. মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তামাক সেবন না করার বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা; এবং

১৩.৭. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস এর মাধ্যমে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রেরণ।

১৪. নির্দেশিকা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল আলোচ্য নির্দেশিকা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

উপসংহার:

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৩এ-১ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে তামাকের বর্তমান ব্যবহারের হার ৩৫.৩% থেকে ২৫% এ নামিয়ে আনাকে অন্যতম লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে। এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তামাকের এই ব্যবহারের হার ২০৪০ সালের মধ্যে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে তামাকমুক্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে।

এ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রোগী ও দর্শনার্থীসহ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে কর্মরত সংশ্লিষ্টদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সাধারণ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যের উপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা ও তামাক ত্যাগে সহায়তা করা সম্ভব হবে যা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র

অনুমোদন ও কার্যকর: সেপ্টেম্বর ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র

প্রেক্ষাপট:

সারাবিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে চুক্তিতে অনুসমর্থন করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত Global Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক (বয়স ১৫ বছর বা তদুর্দ্ধ) জনসংখ্যার ৩৫.৩% ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করে; ৪২.৭% কর্মক্ষেত্রে এবং ৪৯.৭% হসপিটালিটি সেক্টরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করতে বিদ্যমান আইনে সকল পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সকল পাবলিক প্লেসের মধ্যে হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম। অধিকন্তু হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন এলাকায় ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার এবং যত্রতত্র থুথু ফেলার কারণে পরিবেশ দূষণ ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে, যক্ষার মত সংক্রামক রোগ রোগীর থুথুর মাধ্যমেই বেশি ছড়ায়।

গত ২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক "South Asian Speakers Summit" এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষনা দিয়েছেন। অধিকন্তু, দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও SDG এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ অর্জনে আন্তর্জাতিক চুক্তি Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) বাস্তবায়ন ও তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, তামাক ব্যবহার না করেও যারা স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির শিকার হচ্ছেন তাদের সুরক্ষার নিমিত্ত কার্যকরভাবে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি কৌশলপত্র প্রয়োজন।

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন: এ কৌশলপত্র **"হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র"** নামে অভিহিত হবে এবং সরকার নির্ধারিত তারিখ থেকে এ কৌশলপত্র কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা: বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হলে এ কৌশলপত্রে-

ক) 'তামাক' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২ এর উপধারা (খ)- এ সংজ্ঞায়িত তামাক;

খ) 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারার সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য;

গ) ধূমপান এলাকা অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-২ (ঙ) ধারা-৭ এবং বিধি-৪ ও ৬ এ বর্ণিত ধূমপান এলাকা।

ঘ) পাবলিক প্লেস অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারার সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস।

ঙ) পাবলিক পরিবহন অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারার সংজ্ঞায়িত পাবলিক পরিবহন।

চ) হসপিটালিটি সেক্টর বলতে বোঝাবে রেস্টুরেন্ট, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান এবং উন্মুক্ত খাবারের দোকান হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, বিমানবন্দর ভবন, বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবহন এবং সময় সময় সরকার/স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/প্রতিষ্ঠান।

ছ) 'বিধি' অর্থ: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এবং

জ) 'ব্যক্তি' অর্থ: উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারার সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি।

৩. আইনের প্রাধান্য: এ কৌশলপত্রে'র কোন কিছু ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন /বিধিমালার পরিপন্থি হলে উক্ত আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে।

৪. হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়াই এই কৌশলপত্রের মূল উদ্দেশ্য।

৫. হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্রের লক্ষ্য:

৫.১: হসপিটালিটি সেক্টর শতভাগ তামাকমুক্ত করার মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) তামাকজনিত স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা;

৫.২: হসপিটালিটি সেক্টর শতভাগ তামাকমুক্ত করার মাধ্যমে উক্ত সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

৫.৩: হসপিটালিটি সেক্টরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা ও পরিস্কার পরিছন্ন রাখা;

৫.৪: হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল পাবলিক প্লেস তামাকমুক্ত করার মাধ্যমে তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা;

৫.৫: হসপিটালিটি সেক্টর কর্তৃক গৃহীত তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৬. তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বলতে:

৬.১: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আইনের বিধান অনুসারে দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সতর্কীকরণ নোটিশ স্থাপন। (আইনের ধারা-৮, বিধি-৮);

৬.২: উক্ত সেক্টরের আওতাধিন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা;

৬.৩: উক্ত সেক্টরের আওতাধিন সকল প্রতিষ্ঠানে ধূমপান সহায়ক দ্রব্যাদি যেমন- ছাইদানী/ অ্যাস ট্রে, লাইটার না রাখা (বিধি-৭ খ);

৬.৪: উক্ত সেক্টরের আওতাধিন সকল প্রতিষ্ঠানে তামাকজাত দ্রব্যের কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, প্রচার-প্রচারণা এবং তামাক কোম্পানির যে কোন ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ না করা (আইনের ধারা-৫);

৬.৫: উক্ত সেক্টরের আওতাধিন সেবা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠান তামাকমুক্ত রাখা;

৬.৬: উক্ত সেক্টরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত রাখা;

৬.৭: অত্যাবশ্যকীয় হলে আইনের বিধান অনুসরণ করে ধূমপান এলাকা স্থাপন (আইনের ধারা-৭ ও বিধি-৬)।

৭. হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:-

৭.১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৭.১.১: ধূমপান থেকে বিরত রাখার জন্য দৃশ্যমান স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে;

৭.১.২: ধূমপানমুক্ত এলাকায় যেন কোন ছাইদানি না থাকে তা নিশ্চিত করবে;

৭.১.৩: কোন ব্যক্তি আইন এবং বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করে ধূমপানমুক্ত এলাকায় ধূমপান করলে ক্ষেত্রমতে, উক্ত এলাকার মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি অথবা ব্যবস্থাপক উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপান করা থেকে বিরত রাখবে;

৭.১.৪: উপযুক্ত বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি ধূমপান হতে বিরত না থাকলে, উক্ত ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ত্যাগে বাধ্য করবে এবং তাকে যে কোন প্রকার সেবা প্রদান হতে বিরত থাকবে। প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সহায়তা নেবে; এবং

৭.১.৫: ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে।

৭.২: তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ দায়ের এবং প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কাজে একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে তার নাম ও ফোন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে;

৭.৩: সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লাইসেন্স/পারমিট প্রদান ও নবায়ন করার ক্ষেত্রে লাইসেন্স/পারমিট প্রদান ও নবায়ণকারী কর্তৃপক্ষ আইন প্রতিপালনের বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই করবে;

৭.৪: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব অর্থায়নে নিজ নিজ অধিভূক্ত এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৭.৫: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান একটি মনিটরিং টিম গঠন এবং প্রতিনিয়ত মনিটরিং করবে;

৭.৬: হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধিন সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত ম্যানুয়েল/ কার্যপ্রণালী বিধি/ SOP ইত্যাদিতে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করবে;

৭.৭: সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে;

৭.৮: প্রয়োজন সাপেক্ষে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীদের থুথু/ পিক ফেলার জন্য বালিভর্তি নির্ধারিত পাত্র রাখতে হবে;

৭.৯: সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন যে সকল সেবা প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্লেসের আওতাভুক্ত নয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক প্লেসের আওতায় আনবে।

৮. ধূমপান এলাকা স্থাপন করার প্রয়োজন হলে আইনের বিধান (আইনের ধারা-৭ এবং বিধি-৪ ও ৬) অনুসরণপূর্বক নিম্নরূপভাবে স্থাপন করতে হবে:

৮.১: পাবলিক প্লেস কোন ভবন হলে ধূমপানের জন্য চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থান উক্ত ভবনের যথাসম্ভব কোন উন্মুক্ত স্থানে হতে হবে;

৮.২: ধূমপানমুক্ত এলাকাকে ধূমপান এলাকা হতে পৃথক রাখতে হবে;

৮.৩: ধূমপানমুক্ত এলাকায় যাতে ধূমপানের ধোঁয়া প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে;

৮.৪: ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি বা পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৮.৫: ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়ে যাতে কোন অধূমপায়ীকে যাতায়াত না করতে হয় তা নিশ্চিত করতে হবে; এবং

৮.৬: ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থানে "ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান" এবং "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়" লেখা সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মাধ্যমে হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত করে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সর্বসাধারণকে রক্ষা, এফসিটিসির (FCTC) বাস্তবায়ন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা-৩ অর্জন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

(মো. মহিবুল হক)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
বিমান অধিশাখা
www.mocat.gov.bd

নং-৩০.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০০.১১- ৯১৭

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৬ / ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন।

হসপিটালিটি সেক্টরে পরোক্ষ ধূমপানের হার হ্রাসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র প্রনয়ণ করেছে।

০২। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রণিত কৌশলপত্র বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: কৌশলপত্র

স্বাক্ষরিত/-
২৯.০৯.২০১৯
(সাবেরা আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৩৫৩
dsbiman@mocat.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, মহাখালী, ঢাকা।
০৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, মিন্টো রোড-১, ঢাকা।
০৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড, মিন্টু রোড, ঢাকা।
০৮. যুগ্মসচিব (সকল), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল):

৮. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. জনাব মো: খায়রুল আলম সেখ, যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আনসারী ভবন তোপখানা রোড, ঢাকা।
১১. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিবের একান্ত সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
১৩. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৪. সহকারী প্রোগ্রামার (আইটি), বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(নোটিশ ও কৌশলপত্রটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)
১৫. অফিস কপি।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
হোটেল ও রেস্তোরাঁ সেল
www.mocat.gov.bd

নং-৩০.০০.০০০০.০২০.০৫.০০১.২০১৮(অংশ-৩)-১৩৪

তারিখ: ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন।

সূত্রঃ (১) নং-৩০.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০০.১১-৯১৭, তাং-২৯/০৯/২০১৯

(২) ঢাআমি/স্বাস্থ্য সেক্টর-তামাক নিয়ন্ত্রণ/২০১৯-১০১, তাং-০১/১০/২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকানুসারে জানানো যাচ্ছে যে, হসপিটালিটি সেক্টরে পরোক্ষ ধূমপানের হার হ্রাসে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র প্রনয়ণ করেছে।

০২। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রণিত কৌশলপত্রের ছায়ালিপি ১-২ তারকামানের হোটেলের ক্ষেত্রে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর ও ৩-৫ তারকামানের হোটেলের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত/-
১০.১০.২০১৯
(মোঃ জাহিদ হোসেন)
সহকারী নিয়ন্ত্রক (উপসচিব)
ফোনঃ ৯৫১৪৪৮৪
ই-মেইলঃ hotelcell@mocat.gov.bd

বিতরণঃ
০১। জেলা প্রশাসক----------জেলা।
০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৩-৫ তারকামানের হোটেল)

অনুলিপিঃ
০১। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২। সচিবের একান্ত সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
০৩। উপসচিব, বিমান অধিশাখা, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
০৪। প্রকল্প সমন্বয়কারী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, সড়ক নং-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

অনুমোদন: ২০১৯

কার্যকর: ০২ মার্চ ২০২১

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

১. ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিপুল জনসংখ্যা, দারিদ্র এবং শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে যার মধ্যে ৪৬% পুরুষ এবং ২৫.২% মহিলা। বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান না করেও পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছে বহু মানুষ–এই হার কর্মক্ষেত্রে ৪২.৭%, রেস্তোরাঁয় ৪৯.৭%, সরকারি কার্যালয়ে ২১.৬%, হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ১২.৭% এবং পাবলিক পরিবহনে ৪৪%।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এ চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে এ চুক্তিকে অনুসমর্থন করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে। আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট/মোড়ক/কার্টন/কৌটার উপরের অংশে ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক এবং ১৮ বছর বা এর নিচে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর কাছে বা শিশুদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমনকি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্তদের নির্ধারিত কোন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। এ কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন স্থানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতার কারণে বাড়ছে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক "South Asian Speakers Summit"এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। অধিকন্তু, দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি'তে তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার স্বার্থে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য একটি সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা বা নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই স্থানীয় সরকার বিভাগ এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে এবং এর আলোকে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস করে জনসাধারণকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর পরবর্তী যে কোন সংশোধনী এ নির্দেশিকায় সংযুক্ত হবে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

২. শিরোনাম ও প্রবর্তন:

এ নির্দেশিকাটি **"স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা"** নামে অভিহিত হবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে কার্যকর হবে। নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগযোগ্য হবে।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা:

৩.১ এ নির্দেশিকায় 'আইন' বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধন ২০১৩) কে বুঝাবে।

৩.২ সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়–

৩.২.১ 'তামাক' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২ এর উপধারা (খ)- এ সংজ্ঞায়িত তামাক।

৩.২.২ 'বিধি' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫

৩.২.৩ 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারার সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য।

৩.২.৪ 'ধূমপান এলাকা' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-২ (ঙ) এবং বিধি ৪ ও ৬ এ বর্ণিত ধূমপান এলাকা।

৩.২.৫ 'পাবলিক প্লেস' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস।

৩.২.৬ 'পাবলিক পরিবহন' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক পরিবহন।

৩.২.৭ 'ব্যক্তি' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি।

৩.২.৮ 'ক্রীড়াস্থল' অর্থ খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থানকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪ (ঝ)]

৩.২.৯ 'স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' অর্থ সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন ইত্যাদিকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪(গ)]। এছাড়া সকল মেডিকেল কলেজ, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্লাড ব্যাংক ও ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকসমূহ এর আওতায় আসবে। [তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-এর ২(ঙ)]

৩.২.১০ 'হসপিটালিটি সেক্টর' বলতে বোঝাবে রেস্তোরাঁ, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান ও উন্মুক্ত খাবারের দোকান, হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র সৈকত (Sea beach), বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন এবং সরকার/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/প্রতিষ্ঠান/পরিবহন। [হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র এর ২ (চ)]

৩.২.১১ 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/পাবলিক প্লেস' বলতে বোঝাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার সকল ধরনের সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, গ্রন্থাগার, লিফট, সকল আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান, আদালত, বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, নৌ/নদী বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, মার্কেট, সুপার শপ/দোকান, হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, পাবলিক টয়লেট, পার্ক/শিশুপার্ক, মেলা, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময়ে সময়ে ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।

৩.২.১২ "টাস্কফোর্স কমিটি" বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স কমিটিকে বুঝাবে।

৩.২.১৩. "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বিধিমালার ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।

৪. নির্দেশিকার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৪.১ যৌক্তিকতা: জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্য

উৎপাদনকারী/কোম্পানী ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষায় এ নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং এর ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

৪.২ লক্ষ্য: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য।

৪.৩ এ নির্দেশিকার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

২. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখা;

৩. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ নিশ্চিত করা;

৪. তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত ধারা ও বিধির পূর্ণ বাস্তবায়ন;

৫. অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (১৮ বছরের নিচে) নিকট এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়/বিক্রয় বন্ধ করা;

৬. সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট/মোড়ক/কৌটা/কার্টন ইত্যাদির উপরের ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিশ্চিত করা;

৭. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করা;

৮. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের সংখ্যা/আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাস এবং ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী করা;

৯. তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও বিক্রেতাকে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে আনা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলতে তামাক কোম্পানি ও বিক্রেতাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;

১০. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;

১১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা।

৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র:

৫.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সারাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

৫.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষন করার লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট এর নেতৃত্বে একটি মনিটরিং টিম গঠন।

৫.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার-কে মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান।

৫.৫ ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা ।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র:

৬.১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা:

৬.১.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ ধারা ৪১ এবং তৃতীয় তফসিল অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। একইভাবে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ধারা ৫০-৫১ এবং দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ৯ অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব। সুতরাং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নপূর্বক তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষা করা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব।

৬.১.২ এছাড়া, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-এর তৃতীয় তফশিলের ক্রমিক নং ১১.১ (খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি) অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত কোন খাদ্য ও পানীয় দ্রবাদি বিক্রয়ের উপর এবং ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা রয়েছে এবং পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ এর ৬ এ পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা-বৃত্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর কর আরোপ বিষয়ক প্রদত্ত টেবিলের ক্রমিক নং ১১ এর ৮-এ সিগারেটের দোকানগুলোতে লাইসেন্স প্রদান করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব।

৬.১.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন সকল এলাকায় নির্দেশিকার বর্ণিত বিষয়াবলী প্রযোজ্য হবে।

৬.১.৪ টাস্কফোর্স এর সদস্য হিসেবে আইন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ।

৬.২ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ:

৬.২.১ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

৬.২.২ এছাড়া নারী ও শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম। তামাক ব্যবহার বা ধূমপান নারী ও শিশুর বিকাশ ব্যাহত করে। সুতরাং তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং নারী ও শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির আওতাধীন।

৬.২.৩ টাস্কফোর্স এর সদস্য হিসেবে আইন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ।

৬.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান:

৬.৩.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, মশক নিবারণী দপ্তর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র/অফিস ও এ সকল অফিসের আওতাধীন সকল অফিস/দপ্তর ধূমপানমুক্ত রাখা এবং ধূমপানবিরোধী সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।

৬.৩.২ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর প্রশিক্ষণ কারিকুলামে "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.৩.৩ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফরমে/সনদপত্রে তামাক ও ধূমপান বিরোধী বার্তা সংযোজন করা।

৭. নির্দেশনা বাস্তবায়ন কৌশল

৭.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীতব্য কৌশল:

৭.১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে এ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.১.২ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১.৩ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্টের অধীন মনিটরিং টিম গঠন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

মনিটরিং টিম

১। ফোকাল পয়েন্ট ও আহবায়ক, অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২। যুগ্মসচিব, ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা, সদস্য

৩। যুগ্মসচিব, পানি সরবরাহ অধিশাখা, সদস্য

৪। যুগ্মসচিব, মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা, সদস্য

৫। যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সদস্য

৬। যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সদস্য

৭। যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা, সদস্য

৮। যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা, সদস্য

৯। যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, সদস্য

১০। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সদস্য

১১। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সদস্য

১২। উপসচিব (পাস-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, সদস্য সচিব।

৭.২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীতব্য কৌশলঃ

৭.২.১ এ নির্দেশিকার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।

৭.২.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীন সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/শাখা/বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময় সময় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.২.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকায় সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে এবং সকল নাগরিককে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.২.৪ নির্দেশিকাটি সকল নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রদর্শন এবং নির্ধারিত মূল্যে (স্বল্পমূল্য) বিতরণ করা।

৭.২.৫ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা; পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার; ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব; জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সচিব; উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান) নিয়োগ ও ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষন করা এবং পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট বরাবর দাখিল করা।

৭.২.৬ পরিষদ/কর্পোরেশনের মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.২.৭ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতির ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিমের নিকট দাখিল করা।

৭.২.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অন্তর্ভূক্ত করা এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭.২.৯ তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও বিক্রেতাকে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ আনা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি ও বিক্রেতাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৭.২.১০ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরমে/কাগজপত্রে/দলিলে তামাকবিরোধী বার্তা প্রদান করা।

৭.২.১১ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স বইয়ে লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তামাকমুক্ত রাখার শর্তারোপ করা।

৭.২.১২ সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

৭.২.১৩ তামাক কোম্পানির সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার ও প্রদান বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.২.১৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন তামাকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন মাধ্যম যেমন–স্থানীয় কেবল অপারেটর, টেলিভিশন চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, সোস্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তামাক ও ধূমপানবিরোধী এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে তথ্য প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.২.১৫ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত টাস্কফোর্স এর সভায় অংশগ্রহণ ও সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

৮. ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৮.১ তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে তার জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা।

৮.২ ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতাদের অবশ্যই 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)' এ বর্ণিত সকল বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮.৩ একটি ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একটি জায়গায় ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। একাধিক জায়গার/দোকানের জন্য পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, মুদি দোকান ও রেস্তোরাঁতে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৪ হোল্ডিং নম্বর ব্যতীত কোন প্রকার তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রকে লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৫ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান না করা। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে আওতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ব্যতীত অন্যান্য স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা বিবেচনা করে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৮.৭ পূর্বে যারা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও ৮.১ ও ৮.২ নির্দেশনা দু'টি প্রযোজ্য হবে।

৮.৮ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং লাইসেন্সটির একটি কপি বিক্রয় কেন্দ্রে অবশ্যই দৃশ্যমান অবস্থায় রাখতে হবে।

৮.৯ বাংলাদেশে প্রস্তুত নয় বা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নেই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্য (বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, জর্দা, সাদাপাতা, গুল, খৈনি, নস্যি, ইলেকট্রনিক সিগারেট, তরল নিকোটিন, হিটেড সিগারেট, ভেন্ডিং মেশিন) এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না।

৮.১০ তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় এমন চুল্লি বা কারখানাকেও ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে এবং সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে কোন প্রকার চুল্লি বা কারখানাকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না।

৯. যে সকল কারণে লাইসেন্স বাতিল করা হবে:

৯.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর অধীনে প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা উক্ত আইন লঙ্ঘন করলে;

৯.২ এ নির্দেশিকার বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা লঙ্ঘন করলে বা বাস্তবায়নে অসহযোগিতা প্রদর্শন করলে।

১০. সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন:

প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে এবং এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

১০.১ ধূমপানমুক্ত এলাকায় "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" মর্মে লিখিত সতর্কবাণী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ দৃষ্টিযোগ্য একাধিক স্থানে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.২ সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে বা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে লিখতে হবে।

১০.৩ যদি কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে একাধিক প্রবেশপথ থাকে তবে একাধিক প্রবেশপথের দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রর্দশন করতে হবে।

১০.৪ পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হবে ৪০ সে.মি. X ২০ সে. মি.। পাবলিক পরিবহনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এমন আকারে ও স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ স্থাপন করতে হবে।

১১. পরিদর্শন/মনিটরিং ও অভিযোগ:

যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ উদ্দেশ্যে ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব-উদ্যোগে বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১১.১. স্ব-উদ্যোগে পরিদর্শন

ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শন করবেন। এ পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত করা, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন/প্রচার-প্রচারণা বন্ধ ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন নিশ্চিত করতে পরামর্শ প্রদান। প্রয়োজনে একটি সাধারণ ও নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী তথ্য/পরামর্শ প্রদান করবেন।

১১.২ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন

১১.২.১ ধূমপানমুক্ত রাখা সংক্রান্ত নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে এ রকম অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন করা। অভিযোগ লিখিত, মৌখিক, ইমেইল, ফ্যাক্স বা অন্য কোন উপায়ে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্টের নজরে আনা।

১১.২.২ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (৭ থেকে ১০ দিন) মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরিদর্শনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব

১২.১ আইনের বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত জনসম্পদ অর্থাৎ জনবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশিকার ৭.২.৫ নম্বর নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে বা দায়িত্ব প্রদান করবেন যিনি নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

১২.২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং এ নির্দেশিকার বিষয়াদি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩. আইনের প্রয়োগ:

১৩.১. লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন-

১৩.১.১ মৌখিক সতর্কতা: ধূমপানমুক্ত এলাকায় কাউকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে না পারলে, সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন না করলে, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা করলে, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করলে, শিশুদের দিয়ে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করালে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক/ তত্ত্বধায়ক/ব্যবস্থাপক/কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা।

১৩.১.২ লিখিত সতর্কতা: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সতর্কতামূলক নোটিশ দেয়া যেতে পারে।

১৩.১.৩ নির্দেশিকা অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

১৩.২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নিয়মিত পরিচালিত মোবাইল কোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ আমলে নিয়ে আইন মোতাবেক শাস্তি প্রদান এবং আইন প্রতিপালনে সহায়তা প্রদান করবে।

১৩.৩. নিয়মিত মামলা দায়ের:

আইনের লঙ্ঘন হলে আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক মামলা দায়ের করা।

১৪. বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন:

প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিমের নিকট দাখিল করবে।

১৫. হেল্পলাইন স্থাপন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বা নির্দেশিকার নির্দেশনা ভঙ্গের অভিযোগ গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা প্রদান করার জন্য হেল্পলাইন স্থাপন করতে পারে।

১৬. ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা

যে সকল ব্যক্তি ধূমপান বা তামাক বর্জনে আগ্রহ প্রকাশ করবে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বা স্থাপিত হেল্প লাইনের মাধ্যমে যথাযথ পরামর্শ ও ধূমপান বা তামাক ছাড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। পাশাপাশি প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ধূমপান ত্যাগে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৭. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নির্দেশিকা সংশোধন

১৭.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করবে। আইন প্রয়োগ মূলত একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে যা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তার পরামর্শ/ সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

১৭.২ এ নির্দেশিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর বর্তায় এবং তারা তাদের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করবে। তাদের দায়িত্ব হলো:

- নির্দেশিকা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান;
- ধূমপানমুক্ত স্থান থেকে ছাইদানী অপসারণ করা;
- আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;
- কোন ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপান না করতে উৎসাহিত করা।

১৭.৩ নির্দেশিকার সফলতা মূলত পরিমাপ করা যাবে কি পরিমাণ স্থান ধূমপানমুক্ত আছে তার উপর। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্লেস এর তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সেগুলো এ নির্দেশিকা অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত করবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এ সংক্রান্ত জরিপ কাজ পরিচালনা করবে। বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দেশিকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭.৪ ভবিষ্যতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের আলোকে প্রয়োজনে নির্দেশিকাটিও সংশোধিত হবে। নির্দেশিকাটি কার্যকর হওয়ার ২ বছর পর পুনরায় রিভিউ করা যেতে পারে এবং যদি নির্দেশিকা থেকে যথার্থ ও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া না যায় তবে সেক্ষেত্রেও নির্দেশিকাটি রিভিউ করা যেতে পারে।

১৭.৫ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভিযোগ দায়ের এবং প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কাজে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে তার নাম ও ফোন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩)।
২. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫।
৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) প্রতিবেদন ২০১৭।
৪. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯।
৫. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯।
৬. হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র-২০১৮।
৭. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।
৮. ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশিকা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পাস-২
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নং- ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.০৪২.২০১৮-১১৮ তারিখ: ০২ মার্চ ২০২১

প্রজ্ঞাপন

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত **"স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা"** পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে প্রয়োগযোগ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
০২-০৩-২০২১
মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৭০
watersupply_02@yahoo.com

নং- ৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.০৪২.২০১৮-১১৮ তারিখ: ০২ মার্চ ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব, ... (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল) বিভাগ।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ..... (সকল) সিটি করপোরেশন।
৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী ওয়াসা।
৮। মহাপরিচালক, এনআইএলজি, ঢাকা ।
৯। পরিচালক (স্থানীয় সরকার), ... (সকল) বিভাগ।
১০। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। জেলা প্রশাসক ..... (সকল) জেলা।
১২। উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার), ... (সকল) জেলা।
১৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... (সকল) জেলা পরিষদ।
১৪। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্স্ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি সরকারি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১৬। চেয়ারম্যান, ... (সকল), উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
১৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) উপজেলা, ... জেলা ।
১৮। মেয়র, ... (সকল) পৌরসভা, ... জেলা ।
১৯। চেয়ারম্যান, ... (সকল) ইউনিয়ন পরিষদ, ... উপজেলা, ... জেলা ।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র

অনুমোদন: ডিসেম্বর ২০১৯

কার্যকর: ১০ জানুয়ারি ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
Web: www.ntcc.gov.bd

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র
Draft Smokeless Tobacco Product Uses (Control) Strategy Paper

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক তামাক সেবনকারীদের মধ্যে বেশীরভাগ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭ অনুযায়ী, দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠির ৩৫.৫% (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ) তামাক সেবন করেন। এর মধ্যে ১৮% বা ১ কোটি ৯২ লক্ষ জনগোষ্ঠী (৩৬.২% পুরুষ ও ০.৮% নারী) ধূমপান করেন এবং ২০.৬% বা ২ কোটি ২০ লক্ষ জনগোষ্ঠী (১৬.২% পুরুষ ও ২৪.৮% নারী) ধোঁয়াবিহীন বিভিন্ন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার/সেবন করেন। অর্থাৎ দেশে ধূমপানের চাইতে ধোঁয়াবিহীন তামাক সেবনকারীর সংখ্যা বেশি। যারা ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন, তাদের ১৮.৭% বা ২ কোটি জনগোষ্ঠী (১৪.৩% পুরুষ ও ২৩% নারী) পানের সঙ্গে তামাক (সাদাপাতা/আলাপাতা, জর্দা ইত্যাদি) ব্যবহার করেন এবং ৩.৬% বা ৩৯ লক্ষ জনগোষ্ঠী (৩.১% পুরুষ ও ৪.১% নারী) মাড়িতে গুল ব্যবহার করেন।

তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ (ধারা ৫), শিশুদের নিকট তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বা তাদের দ্বারা বিক্রয় নিষিদ্ধ (ধারা ৬ক) এবং তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার মোড়ক, কার্টন, প্যাকেট, কৌটায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের বিধান (ধারা ১০) ধোঁয়াযুক্ত ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য দু'টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু ধোঁয়াবিহীন তামাকের সহজলভ্য উপাদান (শুকনো তামাক পাতা, যা সাদাপাতা বা আলা পাতা নামে পরিচিত) মোড়কের আওতায় না থাকায় সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সংক্রান্ত আইনের বিধান প্রয়োগ করা যায় না। আইনে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যকে সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও জনসমাগমস্থলে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে সাদাপাতা/আলা পাতা, জর্দা, কিমাম, খৈনি, গুল-দাঁতের মাজন, পান মসলা, সুপারি মশলা ইত্যাদি বহুল প্রচলিত। গ্রামীণ জনসাধারণ ও স্বল্প আয়ের মানুষের বিশেষ করে নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার ব্যাপক। এর অন্যতম কারণ, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন সামাজিক বিধি-নিষেধ নেই। তাছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে জনসাধারণ যথেষ্ট সচেতন নয়।

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বিশেষ করে চর্বনযোগ্য তামাক (চুইং টোবাকো) ব্যবহারের ফলে মুখের ক্যানসার হয়। এছাড়া মুখগহবরের মধ্যে -dental caries, gingival recession, tooth attrition, oral sub mucous সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগের মধ্যে fibrosis, cardiovascular disease (risk factors), hypertension, diabetes, reproductive health problems, low birth weight babies and overall mortality প্রভৃতির প্রবণতা বেড়ে যায়। এছাড়া ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীগণ যত্রতত্র থুথু ফেলে পরিবেশ দূষণ ও মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে থাকেন। বিশেষ করে, যক্ষার মত ছোঁয়াচে রোগ রোগীর থুথুর মাধ্যমেই বেশী ছড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে কার্যকরভাবে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নরূপ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হল:

১। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ থেকে এ কৌশলপত্র কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা: (১) বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থি না হইলে এ কৌশলপত্রে-

(ক) **'তামাক'** অর্থ 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত)'-এর ২ ধারার (খ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'তামাক'**।

(খ) **'তামাকজাত'** দ্রব্য অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'তামাকজাত দ্রব্য'**।

(গ) **'পাবলিক প্লেস'** অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'পাবলিক প্লেস'** -কে বুঝাবে।

(ঘ) **'পাবলিক পরিবহন'** অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'পাবলিক পরিবহন'** -কে বুঝাবে।

(ঙ) **'ব্যক্তি'** অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'ব্যক্তি'** -কে বুঝাবে।

(চ) **'বিধি'** অর্থ 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'।

(ছ) **'পণ্য'** অর্থ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ২ ধারার ১১ উপধারায় সংজ্ঞায়িত **'পণ্য'**।

(২) এই কৌশলপত্রে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন ও বিধিমালায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে প্রযোজ্য হবে।

৩। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

(ক) জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ:

(১) জনসাধারণ/ভোক্তাদের সচেতনতা তৈরির কোন বিকল্প নেই। আমাদের সমাজে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোন সামাজিক বিধি নিষেধের সম্মুখীন হতে হয় না। ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য সেবন/ব্যবহারজনিত ক্ষতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে যা নিরসনের জন্য ব্যপক প্রচারণা চালাতে হবে। সরকারের জনসংযোগমূলক যে কোন কার্যক্রমের সাথে তামাক বিরোধী প্রচারণা সংযুক্ত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ কমিউনিটি ক্লিনিক/ সকল ধরণের মিডিয়া/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/ সুশীল সমাজ/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/ পেশাপজীবি সংগঠনসমূহের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো;

(২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পর্যায়ে প্রচারিত বার্তায় ধূমপানের পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাক পরিত্যাগের বার্তা প্রচার করা।

(খ) পর্যায়ক্রমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ: তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত মারাত্মক ক্ষতি হতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পর্যায়ক্রমিকভাবে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(গ) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ:

(১) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদক ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ: দেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। দেশে কত সংখ্যক কারখানায় বা অন্য কোন ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে কি পরিমাণ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার কোন সঠিক হিসাব সরকারিভাবে নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কর্তৃক এসব দ্রব্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদকদের লাইন্সেস গ্রহণ এবং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(২) অন্যান্য পণ্য বা দ্রব্যের সাথে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার/ মিশ্রণ বন্ধকরণ: পান-সুপারি মশলায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হয় কিন্তু তা ঘোষণা করা হয় না, যা ভোক্তাদের সহিত প্রতারণার সামিল। ফলে ভোক্তাগণ অজান্তেই তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এরূপ অন্য যে কোন পণ্য বা দ্রব্যের সাথে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বা মিশ্রণ বন্ধ করা (এফসিটিসি আর্টিকেল-৯ ও ১০);

(৩) তামাকজাত দ্রব্যের সাথে মিষ্টিদ্রব্য/মশলা/সুগন্ধি/আসক্তিমূলক দ্রব্য/রঙ ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ: সাধারণভাবে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বা সেবনের জন্য আকর্ষণীয় নয়। এর গন্ধ ও ঝাঁজ অসহনীয়। সেজন্য উৎপাদনকারীরা নানারকম মিষ্টি দ্রব্য/মশলা/সুগন্ধি/আসক্তিমূলক দ্রব্য/ফ্লেভার ও রঙ তামাকের সহিত মিশ্রিত করে জনসাধারণকে আকর্ষণ করে থাকে। তাই তামাকজাত দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ কমানোর জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনরূপ মিষ্টি দ্রব্য/মশলা/সুগন্ধি/আসক্তিমূলক দ্রব্য/ফ্লেভার ও রঙ ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়া (Hygienic Manufacturing Practice-HMP) নিশ্চিতকরণ: তামাকজাত দ্রব্য যে কোন অবস্থায়ই ক্ষতিকর। তদুপরি বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনস্থলে বা কারখানাগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত (HMP) উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় কিনা তা পরিবীক্ষণ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ ক্ষেত্রে কোন নজরদারির (Monitoring) ব্যবস্থা নাই। HMP অনুসরণ করা হলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন বন্ধ হবে যা কারখানা শ্রমিকদের বাড়তি স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমবে। এই কারণে তামাকের উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন স্থলে/ কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা;

(ঙ) **উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশুশ্রম বন্ধ নিশ্চিতকরণ:** উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনস্থলে কম মজুরিতে ব্যাপকভাবে শিশুশ্রম ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় যা প্রচলিত আইনের স্পষ্ট লংঘন। তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেহেতু স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশী তাই এ ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুশ্রম বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(চ) **মোড়কজাতকরণ (স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং) সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপ:**

(১) ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য মোড়কজাত করার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আইন ও বিধিতে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা মুদ্রণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু প্যাকেট/ কৌটা/ মোড়কের আকার ও তার মধ্যে নূন্যতম কি পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য থাকবে তার কোন নিয়ম আইন ও বিধিতে উলে-খ নেই। এ সুযোগে স্বল্প আয়ের ভোক্তাগণের জন্য খুবই ছোট আকারের প্যাকেট/কৌটায় বা খোলা অবস্থায় অল্প পরিমাণে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত/ খুচরা বিক্রয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে সর্তকতামূলক বাণী ও ছবি নিয়মানুযায়ী মুদ্রণ করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে সাদা পাতা বা আলা পাতা বস্তায় ভরে মজুদ ও বাজারজাত করা হয়। এই বস্তা থেকে ভোক্তাদের নিকট অল্প অল্প করে খোলা অবস্থায় বিক্রয় করা হয়। তাই ন্যূনতম প্যাক-সাইজ (pack-size), আকার (dimension) ও ওজন নির্ধারণ করে দিতে হবে। যাতে প্যাকেটে/ মোড়কে/ কৌটার গায়ে স্পষ্টভাবে সচিত্র সতর্কবাণী মূদ্রণ করা যায়। মোড়কের/কৌটার ভিতর তামাকজাত দ্রব্যের ন্যূনতম পরিমাণও নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে উহা সহজলভ্য না হয়। খোলা অবস্থায় খুচরা বিক্রেয় নিষিদ্ধ করা;

(২) পলিথিনের মোড়ক/স্যাসেতে (Sachet) তামাকজাত পণ্য মোড়কজাত (pack) করা ও বাজারজাত করা নিষিদ্ধ করা।

(ছ) **সরবরাহ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ:**

(১) বাংলাদেশে সবচেয়ে সহজলভ্য দ্রব্যের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য অন্যতম। বর্তমানে যে কেউ যে কোন স্থানে তামাকজাত দ্রব্য সরবরাহ ও বিক্রয় করতে পারে। এইক্ষেত্রে কোন এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারীদেরকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনতে হইবে। এছাড়া কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বাজারে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান করা;

(২) পান- সুপারির দোকানেই সবচেয়ে বেশী তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়। তাই পান- সুপারির দোকানে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা;

(৩) কোন পাবলিক প্লেসে বা জনসমাগম স্থলে কোন প্রকার তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন/ বিক্রয়/ ব্যবহার বন্ধ করা;

(৪) আইন অনুযায়ী অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নিকট/দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বয়স নিশ্চিত হবার জন্য প্রত্যেক বিক্রেতা/ ক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র/ বা ছবিসহ বয়স প্রমানক কোন বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা।

(জ) **তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে/প্যাকেটে/কৌটায় উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং উপাদানসমূহ ইত্যাদি উল্লেখ করা বাধ্যতামূলককরণ:** তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে/প্যাকেটে/কৌটায় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, তামাক ব্যতিরেকে অন্যান্য মিশ্রিত উপাদানসমূহের নামসহ পরিমাণ ও মূল্য উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা;

(ঝ) **কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ:** এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত স্ব-স্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা;

(ঞ) **ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ করণ:** ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য যাতে সহজলভ্য না হয় সে জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ করা যেতে পারে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় থেকে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডিলার/বিক্রেতাদের জন্য ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার (ইসিআর মেশিন) ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা;

(ট) **পাবলিক প্লেস/ পাবলিক পরিবহন/জনসমাগমস্থলে/যত্রতত্র থুথু (স্পিটিং) বা পানের পিক ফেলা নিষিদ্ধকরণ:** ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীদের যেহেতু ঘনঘন থুথু বা পিক ফেলিতে হয় তাই এর মাধ্যমে তারা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকেন। পাবলিক প্লেস/ পাবলিক পরিবহন/ জনসমাগম স্থলে/

যত্রতত্র থুথু ফেলা (স্পিটিং) নিষিদ্ধের প্রচলিত আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর পরবর্তী সংশোধনীতে যুগোপযোগি করে থুথু এবং পিক ফেলার বিষয়টি সন্নিবেশ করা;

৪। এই কৌশলপত্রের ফলপ্রসু বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।

৫। **আইনের প্রাধান্য:** এ কৌশলপত্রের কোন কিছুই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫-এর পরিপন্থি নয় বরং সহায়ক। এ কৌশলপত্রের কোন বিষয় আইন ও বিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ করতে হবে।

মো. আসাদুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
Web: www.ntcc.gov.bd

স্মারক নং: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/ধো.তা.নি.কৌ./২০১৭/১০০১ তারিখ: ১০-০১-২০২০ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

'ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র' জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ/২৬ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ থেকে বাস্তবায়ন হবে।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
১০-০১-২০২১ খ্রি.
মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব ও সমন্বয়কারী
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
ফোন: ৯৫৮৫১৩৫
Email: info@ntcc.gov.bd

স্মারক নং: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/ধো.তা.নি.কৌ./২০১৭/১০০১

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল:

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

০৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড /বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ঢাকা।

০৪। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)/ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

০৬। পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল /ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা।

০৭। জেলা প্রশাসক (সকল) এবং সভাপতি, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স।

০৮। সিভিল সার্জন (সকল) এবং সদস্য সচিব, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স।

০৯। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১০। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্স্ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১২। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (প্রজ্ঞাপনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

১৩। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) / উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (সকল)।

১৪। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৫। সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা / জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর / উপজেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর (সকল)।

১৬। সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট/তামাক বিরোধী নারী জোট (সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহকে জানানোর অনুরোধসহ) ।

স্বাক্ষরিত/-
১০-০১-২০২১ খ্রি.
মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব ও সমন্বয়কারী
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে জাতীয় টাস্কফোর্স, জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি সমূহের প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ শাখা

স্মারক নং- স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/প্রো-১/২০০৭(অংশ)/২৪৬(৩০) তারিখ: ৩০ মে ২০০৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হ'লঃ

ক) জাতীয় টাস্কফোর্স ঃ

১.	সচিব/অতিরিক্ত সচিব		সভাপতি
২.	তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রধান	যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)	সদস্য
৩.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক		সদস্য
৪.	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	(উপ-সচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৫.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
৬.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
৭.	তথ্য মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
৮.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
৯.	কৃষি মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১০.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১১.	অর্থ মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১৩.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১৪.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১৬.	ধর্ম মন্ত্রণালয়	”	সদস্য
১৭.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	প্রতিনিধি	সদস্য
১৮.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	প্রতিনিধি	সদস্য
১৯.	বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা	”	সদস্য
২০.	বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন	”	সদস্য
২১.	বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল	”	সদস্য
২২.	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	সভাপতি/সেক্রেটারী	সদস্য
২৩.	জাতীয় প্রেস ক্লাব	সভাপতি/সেক্রেটারী	সদস্য
২৪.	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	প্রতিনিধি	সদস্য
২৫.	জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	”	সদস্য
২৬.	বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট	”	সদস্য
২৭.	তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন	”	সদস্য
২৮.	উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)	”	সদস্য সচিব

খ) জাতীয় টাস্কফোর্সের কার্যক্রমঃ

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন;
২. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতি হ্রাসের প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়, বিক্রয় ও চোরাচালান রোধে এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. তামাকজাত সামগ্রীর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইত্যাদির প্রকাশসহ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন;

৫. তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরনের গবেষণা বা জরিপ কার্য পরিচালনা;

৬. আমদানিকৃত তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বেসরকারী ও সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

৮. তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক উপস্থাপিত সারা দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৯. বিকল্প পণ্য উৎপাদনে তামাক চাষীদের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

১০. তামাক চাষের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক যোগান দেওয়ার কার্যকরী উপায় বের করা;

১২. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-
৩০/০৫/২০০৭
ইসরাত চোধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬০২৫৫

বিতরণঃ

১. সচিব/অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক, পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪. সচিব, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
১৬. সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৯. উপ-সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০. প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ধানমন্ডি, ঢাকা।
২১. প্রেসিডেন্ট/মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২২. রেজিস্টার, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, বিজয় নগর, ঢাকা।
২৩. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, কোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৪. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগন, ঢাকা।
২৭. সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ধানমন্ডি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা

স্মারক নং- স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/NTC/২০১২/৪০ তারিখ: ০২/০২/২০১৫ খ্রিঃ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জেলা টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

"জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি"

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়	সদস্য
৪.	উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৯.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১০.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	জেলা ক্রীড়া অফিসার	সদস্য
১৩.	জেলা তথ্য অফিসার	সদস্য
১৪.	জেলা কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়	সদস্য
১৫.	সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
১৬.	সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি	সদস্য
১৭.	সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস	সদস্য
১৮.	মেডিকেল অফিসার/প্রতিনিধি, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সদস্য
১৯.	বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রতিনিধি	সদস্য
২০.	বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি	সদস্য
২১.	স্থানীয় বার এসোসিয়েশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
২২.	প্রেস ক্লাবের সভাপতি/সেক্রেটারী	সদস্য
২৩.	তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
২৪.	জেলা চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি	সদস্য
২৫.	সিভিল সার্জন	সদস্য সচিব

জেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম:

১. স্থানীয় পর্যায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের নিজস্ব ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে উদ্বুদ্ধ করণ ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১টি জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা।

৬. প্রতি ৩ মাস পর পর নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন জেলা থেকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. সিভিল সার্জন এর তত্ত্বাবধানে জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি নামে একটি পৃথক ফাইল সংরক্ষিত থাকবে। জেলা পর্যায়ে সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার অথবা সিভিল সার্জনের মনোনীত একজন কর্মকর্তা ফোকাল পার্সন হিসেবে ফাইল সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

৮. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-
০২/২/১৫
(শাহনাজ সামাদ)
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২)
ফোনঃ ৯৫৪০২৫৫

<u>বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
১২. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৯. WHO Representative to Bangladesh, House CWN(A)16, Road-48, Gulshan-2, Dhaka.
২০. মহাসচিব/ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২১. পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
২২. পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
২৩. উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. জেলা প্রশাসক (সকল), ---------- জেলা।
২৫. সিভিল সার্জন (সকল), ---------- জেলা।
২৬. লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৭. প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৮. কো-অর্ডিনেটর, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৯. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ঢাকা।
৩০. সভাপতি/ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।
৩১. সভাপতি/ সেক্রেটারী, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

৩২. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ঢাকা।
৩৩. প্রতিনিধি, তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন, ঢাকা।
৩৪. প্রতিনিধি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী # ১৯, রোড # ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।
৩৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা।
৩৬. ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস, ঢাকা।

<u>অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ</u>

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা

স্মারক নং- স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/NTC/২০১২/৪১ তারিখ: ০২/০২/২০১৫ খ্রিঃ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি পুনর্গঠন করা হলো:

"উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি"

১.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৪.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ ষ্টেশন)	সদস্য
৫.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৬.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)	সদস্য
১১.	স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য
১২.	বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
১৪.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

উপজেলা পর্যায়ে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির কার্যক্রম:

১. স্থানীয় পর্যায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের নিজস্ব ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারণকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনে উদ্বুদ্ধ করণ ও তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১টি উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. প্রতি ৩ (তিন) মাস পর পর নির্ধারিত ফরমেট অনুসারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপজেলা থেকে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে উপজেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটি নামে একটি পৃথক ফাইল সংরক্ষিত থাকবে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা মনোনীত একজন মেডিকেল অফিসার ফোকাল পার্সন হিসেবে ফাইল সংরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবেন।

৮. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করিতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-
০২/২/১৫
(শাহনাজ সামাদ)
উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২)
ফোনঃ ৯৫৪০২৫৫

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১১. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
১২. সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৯. WHO Representative to Bangladesh, House CWN(A)16, Road-48, Gulshan-2, Dhaka.
২০. মহাসচিব/ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২১. পরিচালক, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
২২. পরিচালক, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
২৩. উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪. লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৫. প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২৬. কো-অর্ডিনেটর, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৭. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ...
২৮. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (সকল), ...
২৯. রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ঢাকা।
৩০. সভাপতি/ সেক্রেটারী, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা।
৩১. সভাপতি/ সেক্রেটারী, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।
৩২. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ঢাকা।
৩৩. প্রতিনিধি, তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন, ঢাকা।
৩৪. প্রতিনিধি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী # ১৯, রোড # ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।
৩৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা।
৩৬. ডাঃ অরুপ রতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫
(সংশোধন ২০১৩)
ও
ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫
এবং
তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরের
দাপ্তরিক নির্দেশনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বার-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৪৭.১৪-৯০

তারিখ: ১২ ফাল্গুন ১৪২১ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয়: **অফিস ভবনে 'ধূমপানমুক্ত' সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন সংক্রান্ত।**

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর- স্বাপকম/এনটিসিসি/টাস্ক ফোর্স/২০১৪/২১০ তারিখ: ১৮.০১.২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫-এর ধারা ৮-এ প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উক্ত ভবনের এক বা একাধিক জায়গায় **'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ'** সংবলিত নোটিস বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় প্রদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

০২। এমতাবস্থায়, তাঁর এবং তাঁর আওতাধীন দপ্তরসমূহের দৃশ্যমান স্থানে **'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ'** সংবলিত নোটিস প্রদর্শন এবং আইন-লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/০২/১৫
(মঈনউল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৪৪৭
ইমেইল:
dfal_sec@cabinet.gov.bd

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
২। জেলা প্রশাসক (সকল)।

অনুলিপি:
১। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উল্লিখিত নোটিস প্রদর্শনের অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ অধিশাখা

নং-৪৬.০১৭.০১৮.০০.০০.০১১.২০১১ (অংশ-১ক)-৭৬৩(৬৪) তারিখ: ২৮-০৯-২০১৪ খ্রি.

বিষয়: ইউনিয়ন পরিষদকে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদকে ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" লিখা সম্বলিত নোটিশ প্রদর্শন এর ব্যবস্থা করা এবং **'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ'** সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিস প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৮/০৯/১৪
(আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের)
উপ-সচিব
ফোন- ৯৫১৪১৯০

জেলা প্রশাসক (সকল)

.....।

অনুলিপি:
ইসরাত চৌধুরী
টেকনিক্যাল এডভাইজার
International Union Against
Tubercolosis and Lung Disease.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৪

নং-স্বঃমঃ(প্রঃ ৪)/মানি/বিবিধ-১২/২০০৮/৫০৪ তারিখ: ০২/০৮/২০১০ খ্রি.

বিষয়: **দেশের সকল থানায় ধূমপানমুক্ত সাইন বোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান প্রসংগে।**

সূত্র: বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর ১১ মে, ২০১০ তারিখের পত্র নং-১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সারাদেশের প্রতিটি থানা এবং পুলিশ ফাঁড়িতে ধূমপানমুক্ত সাইনবোর্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৮/১০
(জ্যোতির্ময় দত্ত)
উপ-সচিব
ফোন: ৭১৬৯০৮৩

মহাপুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moi.gov.bd)

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪২২ / ০৮ জুলাই ২০১৫

নং- ১৫.০০.০০০০.০২৪.১৮.১৪৩.১১-৬১৭

বিষয়: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩' প্রতিপালন প্রসঙ্গে
সূত্র: Environment Council Bangladesh এর ২৬/৫/২০১৫ তারিখের ৮৩৫ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫(১) এ বলা হয়েছে: 'কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে।' ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৫(ক) ধারায় বলা হয়েছে: 'তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনকালে পর্দার মাঝখানে পর্দার আকারের অন্তত এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলায় "ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ দৃশ্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কবাণী প্রদর্শন অব্যাহত রাখিতে হইবে'। উক্ত ধারাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য বিবেচ্যপত্রে অনুরোধ করেছে।

২। বর্ণিত অবস্থায়, 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩' এর ধারা ৫(১) এর দফা (ঙ) এর ধারাবাহিকতায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমারা, ২০১৫ এর ৫(ক) ও ৫(গ) ধারা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

সংযুক্ত: 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০৭/১৫
(মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫৫০১৭
ইমেইল:
tv2@moi.gov.bd

ভাইস চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
ঢাকা।

অনুলিপি:
নির্বাহী পরিচালক, Environment Council Bangladesh,
House # 67, Block # KA, Piciculture Housing Society, Shyamoli, Dhaka 1207.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(www.moi.gov.bd)

নং- ১৫.০০.০০০০.০২৪.১৮.১৪৩.১১-৪১৩

তারিখ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ / ২৫ মে ২০১৫

বিষয়: 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৩' এর ধারা ৫এর উপধারা (১) এর দফা (ঙ) এবং 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫' এর ৫(খ) বিধি প্রতিপালন প্রসঙ্গে

সূত্র: (ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৬/০৫/২০১৫ তারিখের ২৪৬ সংখ্যক স্মারক।
(খ) Environment Council Bangladesh এর ১০/৫/২০১৫ তারিখের ৭৪০ সংখ্যকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' এর সংশোধনী গত বছর জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর ০২ মে ২০১৩ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২নং সূত্রোক্ত পত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে যে, 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩' অনুসারে গণমাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ হলেও প্রায় সব টেলিভিশন চ্যানেলেই ধূমপান তথা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। আইনের এহেন লংঘন প্রতিরোধের জন্য তারা সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

পত্রে তারা আরো উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত আইনের ধারা ৫(১) এর দফা ঙ-এ বলা হয়েছে: 'কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত বা লভ্য ও প্রচারিত, বিদেশে প্রস্তুতকৃত কোন সিনেমা, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, মঞ্চ অনুষ্ঠান বা অন্য কোন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রদর্শন বা বর্ণনা করিবেন না বা করাইবেন না' (আইনে 'ব্যক্তি'র সংজ্ঞায় প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভূক্ত)। তদানুযায়ী সকল **টেলিভিশন চ্যানেলের সব ধরনের অনুষ্ঠানে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য তারা অনুরোধ জানিয়েছেন। কেবল সিনেমার ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হলে** তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারের দৃশ্য নির্দিষ্ট শর্ত পালন করা সাপেক্ষে প্রদর্শন করা যেতে পারে মর্মে তাদের পত্রে জানানো হয়েছে। আইনের উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, "তবে শর্ত থাকে যে, কোন সিনেমার কাহিনীর প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক হইলে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার দৃশ্য রহিয়াছে এইরূপ কোন সিনেমা প্রদর্শনকালে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে লিখিত সতর্কবাণী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পর্দায় প্রদর্শনপূর্বক উহা প্রদর্শন করা যাইবে"। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৫(খ) বিধিতে বলা হয়েছে: "টেলিভিশনে প্রচারিত সিনেমার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের দৃশ্য রহিয়াছে সিনেমার এইরূপ অংশ দুইটি বিজ্ঞাপন বিরতির মাঝখানে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রথম বিজ্ঞাপন বিরতির পর অর্থাৎ উক্ত অংশ আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে অর্থাৎ উক্ত অংশ শেষ হইবার পর সম্পূর্ণ পর্দা জুড়িয়া কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বাংলা ভাষায় "ধূমপান/তামাক সেবন মৃত্যু ঘটায়" শীর্ষক স্বাস্থ্য সতর্কবাণী অন্যূন ১০ (দশ) সেকেন্ড ধরিয়া প্রদর্শন করিতে হইবে।"

পত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে যে, সতর্কবাণী প্রদর্শনপূর্বক তামাক ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শনের **এ সুযোগটি কেবল সিনেমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং কোনভাবেই নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।** উক্ত পত্রে আইনটি ব্যাখ্যা করে জানানো হয়েছে যে, নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫(১) এর দফা ঙ-এর উপরোক্ত প্রথম অংশটিই কেবল প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই নাটক বা প্রামাণ্য চিত্রে তামাক ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন করা যাবে না। উল্লেখ্য, আইনের উক্ত ধারা লংঘনের শাস্তি হিসেবে ৫(৪) ধারায় অনুর্ধ্ব তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের উল্লেখ রয়েছে এবং দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ লংঘনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্বিগুণ হারে দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থায়, 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩' এর ধারা ৫(১) এর দফা (ঙ) এবং 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫' এর ৫(খ) যথাযথভাবে প্রতিপালনের অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্ত ১। 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ);
২। 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩';
৩। 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫'।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৫/১৫
(মোঃ আখতারুজ্জামান তালুকদার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫৫০১৭
ইমেইল: tv2@moi.gov.bd

চলমান পাতা/২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এটিএন বাংলা, ওয়াসা ভবন (২য় তলা), ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই, ৪০, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, তেজগাঁও, আই/এ, ঢাকা।

৪। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বৈশাখী মিডিয়া লিঃ (বৈশাখী টিভি), ৩২, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, লেভেল-৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮, ঢাকা।

৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আরটিভি, বিএসইসি ভবন (লেবেল-৬), ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৬। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনটিভি, বিএসইসি ভবন (লেবেল-৭), ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৭। চেয়ারম্যান, শামল বাংলা মিডিয়া লিঃ (বাংলাভিশন), নূর টাওয়ার, ১/এফ, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ১১০, বীর উত্তম সি আর দত্ত সড়ক, ঢাকা।

৮। চেয়ারম্যান, একুশে টেলিভিশন, জাহাঙ্গীর টাওয়ার, ১০, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দেশ টেলিভিশন লিমিটেড, কর্নফুলী মিডিয়া পয়েন্ট, ৭০, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মালিবাগ, ঢাকা।

১০। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ভি.এম. ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (মাই টিভি), বীর উত্তম সি.আর দত্ত রোড, মুজাফফর টাওয়ার, ঢাকা।

১১। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এটিএন নিউজ লিমিটেড, হাসান প্লাজা, ৫৩, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা।

১২। চেয়ারম্যান, মোহনা টেলিভিশন লিঃ, মোহনা ভবন, বাড়ী নং-৮, রোড নং-৪, সেকশন নং-৭, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইন্ডিপিন্ডেন্ট টেলিভিশন লিঃ, ১৪৯-১৫০, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা-১২০৮।

১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একাত্তর মিডিয়া লিঃ, ৫৭, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, বারিধারা, ঢাকা ১২১২।

১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মাছরাঙ্গা কমিউনিকেশন্স লিঃ, মাছরাঙ্গা টেলিভিশন সেন্টার, ০২, বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সময় মিডিয়া লিমিটেড, নাসির ট্রেড সেন্টার, ৩০০/৪, বীর উত্তম সি.আর.দত্ত রোড, ঢাকা ১২০৫।

১৭। চেয়ারম্যান, গাজী স্যাটেলাইট টেলিভিশন লিঃ (জিটিভি), ২৫, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ভার্গো মিডিয়া লিঃ (চ্যানেল-৯), ৩৪০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮।

১৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টাইমস মিডিয়া লিঃ, ১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, তেজগাঁও, ঢাকা ১২০৮।

২০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এস.এ. চ্যানেল প্রাইভেট লিঃ, রোড নং-১১৬, বাড়ী-৪৭, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

২১। চেয়ারম্যান, এশিয়ান টেলিকাস্ট লিঃ (এশিয়ান টিভি), ২৮, দিলকুশা বা/এ, ৫ম তলা, স্যুট নং-৪০৪, ঢাকা-১০০০।

২২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজয় টিভি লিঃ, ৯ম তলা, রাহাত টাওয়ার, ১৮ লিংক রোড, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।

২৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বার্ডসআই মাস মিডিয়া কমিউনিকেশন লিমিটেড (গান বাংলা), আবীর টাওয়ার, ৪৮, প্রগতি সরণি, ব্লক জে, বারিধারা, ঢাকা।

২৪। পরিচালক, যমুনা টেলিভিশন লিঃ, যমুনা টেলিভিশন ভবন, যমুনা ফিউচার পার্ক কমপ্লেক্স, ক-২৪৪, প্রগতি সরণি, বারিধারা, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। নির্বাহী পরিচালক, Environment Council Bangladesh, House # 67, Block # KA, Piciculture Housing Society, Shyamoli, Dhaka 1207.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-৪ (সমন্বয় ও সংসদ)

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৪১.০০৩.২০১৫-৪৯৬

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪২২ / ১৯ আগষ্ট ২০১৫

বিষয় : **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক ও ধূমপানমুক্ত রাখা।**

দেশে বিদ্যমান ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী "পাবলিক প্লেস" এ ধূমপান আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। উল্লিখিত আইনানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাবলিক প্লেসের অন্তর্ভূক্ত।

এমতাবস্থায়, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত রাখার পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ বা নির্দেশনা লাগানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিক পর্যায়ের স্বীয় উদ্যোগে "ধূমপানমুক্ত সাইনেজ" সংগ্রহের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে (ফোন নং-৫৮১৫১১১৪)।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৮/২০১৫
(মোঃ আখতারউজ-জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
টেলিফোন: ৯৫৭৭০৯৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. উপাচার্য (সকল) .....
২. অধ্যক্ষ (সকল) .....
৩. প্রধান শিক্ষক (সকল) .....

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো):

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ এন.টি. আর.সি. এ., নায়েম ক্যাম্পাস, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/নায়েম/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৬. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা/ব্যানবেইস, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।
৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ম বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(পত্রটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
৯. সভাপতি, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১০. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনছারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
১১. নির্বাহী পরিচালক, এ. সি. ডি., রাজশাহী।
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. অফিস কপি।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-ইউজিসি/প্রশাঃ/৪(৪)/৭৩/(ভি-১০)২/২৪৭৯

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪১৭ / ৩১ মার্চ ২০১১

বিষয় ঃ **সকল বিশ্ববিদ্যালয় ধূমপানমুকরণ এবং ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ প্রসঙ্গে।**
সূত্র ঃ WBB/Tob/02/2011/25, তারিখ ১৪-০২-২০১১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের অনুলিপি ও দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রামাণ্য কাটিংসহ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
৩১/০৩/১১
(ড. সুলতান মাহমুদ ভূইয়া)
উপ-সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৮১১৭১৭৭

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

বিতরণঃ

১-৩১। রেজিস্ট্রার

ঢাকা/রাজশাহী/বাংলাদেশ কৃষি/বাংলাদেশ প্রকৌশল/চট্টগ্রাম/জাহাঙ্গীরনগর/ইসলামী/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/খুলনা/ জাতীয়/বাংলাদেশ উন্মুক্ত/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল/শেরে বাংলা কৃষি/মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি/রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি/ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি/খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি/ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/জগন্নাথ/জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম/কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী ও এনিম্যাল সাইন্সেস/সিলেট কৃষি/যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বি ইউ পি) /বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর/ পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

৩২-৮২। রেজিস্ট্রার

নর্থ-নাউথ/ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি/ ইন্ডিপেনডেন্ট/ দারুল ইহসান/ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি/আন্তর্জাতিক ইসলামী/আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ/এশিয়ান/ ইস্ট ওয়েস্ট/এশিয়া প্যাসিফিক/গণ/দি পিপলস/ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল/ ব্রাক/ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল/ বাংলাদেশ/লিডিং/বিজিসি ট্রাস্ট/সিলেট ইন্টারন্যাশনাল/ প্রিমিয়ার/ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ/ষ্টামফোর্ড/ সাউথ ইস্ট/ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল/ স্টেট/ সিটি/ইবাইস/প্রাইম/নর্দান/সাউদার্ন/ গ্রীণ/ ওয়ার্ল্ড/ শান্তা মারিয়াম/দি মিলিনিয়াম/ ইষ্টার্ণ/ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি/ মেট্রোপলিটন/ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল/ উত্তরা/ ভিক্টোরিয়া/ ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া/ প্রেসিডেন্সি/ ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সাইন্সেস/ প্রাইম এশিয়া/ রয়েল ইউনিভার্সিটি/ অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/ লিবারেল আর্টস/ বাংলাদেশ ইসলামী / ইস্ট ডেল্টা/ আশা ইউনিভার্সিটি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হ'লঃ

১। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, দৃষ্টি আকর্ষণ: এ,এম, মনসুর-উল-আলম, উপ-সচিব।
২। প্রকল্প পরিচালক, HEQEP, ঢাকা ট্রেড সেন্টার (৯ম তলা), ৯৯, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৩-৭। পরিচালক (আর্থ ও হিসাব/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/গবেষণা ও প্রকাশনা/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ট্রেনিং এন্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভাগ) ইউজিসি, ঢাকা।
৮। এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, সম্পাদক, দপ্তর বিষয়ক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, হাউজ নং-৪৯, রোড নং-৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।
৯। সৈয়দা অনন্যা রহমান, ন্যাশনল এডভোকেসী অফিসার, WBB Trust work for better Bangladesh, হাউজ নং-৪৯, রোড নং-৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।
১০। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা।
১১-১৫। শাখা কর্মকর্তা, সদস্য মহোদয়ের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা
১৬। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সচিব মহোদয়ের দপ্তর, ইউজিসি, ঢাকা।
১৭-১৮। নথি/ মহানথি।

স্বাক্ষরিত/-
৩১/০৩/১১
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
সহকারী সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
www.ansarvdp.gov.bd

স্মারক নং-আনসার-ভিডিপি/অপাঃ/কেপিআই/৮৮৮(৫) তারিখঃ **১৭-১১-২০১১** খ্রিঃ

প্রতি ঃ ১। উপ-মহাপরিচালক
আনসার-ভিডিপি একাডেমী
সফিপুর, গাজীপুর
ঃ ২। পরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
..... রেঞ্জ সকল।

বিষয় ঃ **তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তরে ২০ অক্টোবর ২০১১ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা।

উপর্যুক্ত বিষয় সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা রক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দেশের সমৃদ্ধির ধারাকে গতিশীল রাখার জন্য আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বিগত দিনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণ ও পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত করতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে দেশের অনেক স্থানে প্রশাসন এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ধূমপানমুক্ত স্থান সৃষ্টি হয়েছে। ইতিবাচক সংবাদ হচ্ছে সারাদেশের নির্বাহী বিভাগ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ধারাবাহিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তামাক বিরোধী কার্যক্রমকে গতিশীল করবে।

৩। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিগত ২০১০ ও ২০১১ সালের বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসকে সামনে রেখে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছেন। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রমে কিভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা যায় এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। **তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা বা সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত ভূমিকা রাখতে পারেন:**

* বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অফিস ও কার্যালয়কে ধূমপানমুক্ত করা।
* তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আনসার কর্মকর্তাদের করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আনসারদের দক্ষতা বৃদ্ধি।
* পাবলিক প্লেস বা পরিবহনে ধূমপানমুক্ত আইন বাস্তবায়নে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের করণীয় সম্পর্কে কর্মকর্তাদের অবহিত করা।
* নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের উক্ত আইন ভঙ্গ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে অবহিত করা।
* আনসার সদস্যদের ধূমপান ও তামাক ব্যবহার হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা।

চলমান পাতা # ২

* তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ সংক্রান্ত কোন বিষয় নজরে এলে তা প্রশাসনকে অবহিত করা।
* রেঞ্জ, জেলা ও থানা/উপজেলা কার্যালয়ে মাসিক সভায় উপস্থিত সকলকে ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহার হতে বিরত থাকতে এবং ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করে নিরুৎসাহিত করা।
* প্রতিটি ব্যাটালিয়নে মাসিক দরবারে ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করা।
* বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ক্যাম্প ধূমপানমুক্ত করা।
* প্রতিটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্য/সদস্যাদেরকে ধূমপান ও তামাক দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা এবং ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সম্পর্কে অবহিত করা।
* পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত করতে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অপসারণের লক্ষ্যে প্রশাসনকে সহায়তা করা।

৫। এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাক্রমে স্বতস্ফুর্তভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৭/১১/১১
এ কে এম মিজানুর রহমান
উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
টেলিফোন নং-৭২১৪৯২৩।
তারিখ: ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ।

স্মারক নং-আনসার-ভিডিপি/অপাঃ/কেপিআই/৮৮৮(৫)১২৫৪

অনুলিপিঃ

১। মহাপরিচালক মহোদয়ের সচিবালয় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।	সদয় অবগতির জন্য।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।	
৩। উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন/অপারেশন/প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।	অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।
৪। পরিচালক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর .....(সকল)।	
৫। সমন্বয়কারী বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট বাড়ী নং-৪৯, রোড নং-৪/এ ধানমন্ডি ঢাকা-১২০৯	অবগতির জন্য।
৬। অফিস/মাষ্টার কপি।	

স্বাক্ষরিত/-
১৭/১১/১১
উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক
এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/এন-৪২/২০০৯-০৬ তারিখঃ ০৬-০১-২০১১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইন/স্টিকার স্থাপন সংক্রান্ত।

উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পাবলিক পরিবহনে কতিপয় যাত্রীসহ বাসের চালক ও হেলপার ধূমপান করে থাকেন, যা ধূমপানকারীসহ পাশের যাত্রী সাধারণের জন্য চরম স্বাস্থ্য ঝুকির কারণ। "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" এর ৪ ধারা অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করা শাস্তিযোগ্য দন্ডনীয় অপরাধ। এছাড়া উক্ত আইনের ৮ ধারা অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহনে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করা বাধ্যতামুলক।

এ অবস্থায়, আপনাদের সংগঠনের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পাবলিক পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করার পাশাপাশি বাসের ভিতরে **"ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ"** ও বাসের বাহিরে "ধূমপামুক্ত পরিবহন" সম্বলিত নোটিশ/স্টিকার স্থাপন করা এবং বাসচালক/হেলপার/যাত্রী-কে বাসে ধূমপান করা হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে নতুন পাবলিক পরিবহন রেজিস্ট্রেশন দেয়ার ক্ষেত্রে এবং পুরাতন পাবলিক পরিবহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের সময় উপর্যুক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নেয়া হবে।

পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য আপনার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০১/১১
(মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান)
চেয়ারম্যান
বিআরটিএ।

মহাসচিব,
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি,
পরিবহন ভবন,
২১, রাজউক এডিনিউ, ঢাকা।

স্মারক নং- বিআরটিএ/এনফোর্সঃ/এন-৪২/২০০৯-০৬/১(২) তারিখঃ ০৬-০১-২০১১খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। সচিব, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, বাড়ি # ৪৯, সড়ক ৪/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/০১/১১
(তপন কুমার সরকার)
পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
e-mail: dwadhaka@gmail.com

স্মারক নং- ৩২.০১.০০০০.০০৯.২৫.০০৭.১২-০২ তারিখ: ০৬/০১/২০১৪

বিষয়: **ধোঁয়া ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ধোঁয়া/ধূমপান (হুক্কা, বিড়ি, সিগারেট) ও ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য (গুল, জর্দা, নস্যি, সাদাপাতা) সেবনকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার, ভিজিডি, মাতৃত্ব ভাতা, ল্যাকটিটিং ভাতা ও WTC, মহিলাদের উঠান বৈঠক ও কমিউনিটি সভার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
০২/১/১৪
(মোঃ আশরাফ হোসেন)
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ৮৩১৯১৪৯

জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
.....
.....

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। জেলা প্রশাসক
.....

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার
.....
.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ
ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০।

নথি নং- জঃওকঃ/বিবিধ/২০০৩-১১৮৯ তারিখঃ ২৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ

প্রত্যয়নপত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এম. পি বিগত ১২/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে জিপিওসহ দেশের সকল ডাকঘর এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতাধীন সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/৬/১৩
(বাহিজা আক্তার)
পরিচালক (কর্মী ও সংস্থাপন)
ফোনঃ ৯৫৫৮০৪০

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

নগর ভবন, ৫. মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রোড (ফুলবাড়িয়া), ঢাকা ১০০০।

www.dhakasouthcity.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কেন্দ্রীয় কার্যালয় (নগর ভবন) সহ সকল আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ডিএসসিসি'র তত্ত্বাবধানাধীন ও ব্যবস্থাপনাধীন সকল পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ
(মোঃ মাহবুব হোসেন)
সচিব

স্মারক নং- ৪৬.২০৭.০১৮.০৩.০৪.১৩৬৮.২০১২/২২৯(৫০) তারিখ: ১১/০৩/২০১৩ খ্রি.

অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪। বিভাগীয়/উপ-বিভাগীয় প্রধান (সকল) ....., ডিএসসিসি (তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিষয়টি অবহিত করণের অনুরোধসহ)

৫। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ডিএসসিসি (তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিষয়টি অবহিত করণের অনুরোধসহ)

৬। প্রশাসক মহোদয়ের একান্ত সচিব (প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৮। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ, ডিএসসিসি

৯। জনাব ইকবাল মাসুদ, সহকারী পরিচালক, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, বাড়ী # ৩/ডি, রোড # ১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

১০। সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল .....

১১। সহকারী সচিব, সাধারণ প্রশাসন

১২। নিরাপত্তা কর্মকর্তা

১৩। সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী

১৪। কেয়ার টেকার, নগর ভবন (ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেয়ার জন্য)

১৫। অফিস আদেশ বহি।

১৬। অফিস অনুলিপি (৪৬.২০৭.০১৮.০৩.০৪.১৩৬৮.২০১২, তারিখ: ১৯/০৯/২০১২)।

স্বাক্ষরিত/-
১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ
(কামাল হোসেন)
সহকারী সচিব
সাধারণ প্রশাসন শাখা

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন
৮১, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৬.২০৭.০০০.০৪.০০.১৭৫.২০১২/১০২৮ তারিখ: ২৭-৯-২০১২

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: **ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন কার্যালয় (নগর ভবন) কে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করণ প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে গত ২৮/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রশাসক মহোদয় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন প্রধান কার্যালয়কে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

২। বিষয়টি সকলের অবগতির জন্য জানানো হলো এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ স্ব স্ব কার্যালয় ধূমপানমুক্ত রাখতে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/০৯/১২
(মোঃ আবু ছাইদ শেখ)
সচিব
ফোন- ৮৮৩৪৯৩০
ফ্যাক্স- ৮৮৩৪৯৮৩

কার্যার্থেঃ-
১। বিভাগীয় প্রধান (সকল) .....।
২। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল .....।
৩। .....।

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-
১। প্রশাসক মহোদয়ের একান্ত সচিব (প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩। অফিস কপি।

স্বাক্ষরিত/-
২৭/০৯/১২
(মোঃ মনোয়ার হোসেন)
সহকারী সচিব
সাধারণ প্রশাসন শাখা
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/এলডি-এনসিডিসি/বিবিধ/অটিজম-টোব্যাকো/ তারিখঃ ০৮/০২/২০১৭ ইং

বরাবর
বিভাগীয় পরিচালক (সকল বিভাগ)
সিভিল সার্জন (সকল বিভাগ)

বিষয়: ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও ২০১৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধান কার্যকরকরণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনি অবগত আছেন যে, সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সরকার ও তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশোধন করেছে এবং ২০১৫ সালে সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পন্থা ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী। যে দেশে যত বড় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়, সেই দেশে তামাকের ব্যবহার দ্রুত কমছে। হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, সিঙ্গাপুরে ২০০৪ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রবর্তনের পর সেখানে ২৮% ধূমপায়ী ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ১৪% ধূমপায়ী শিশুদের সামনে এবং ১২% ধূমপায়ী গর্ভবতী নারীদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিল ২০০২ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ৩৬% ধূমপায়ীকে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। তাই তামাকের ব্যবহার কমাতে, বিশেষ করে তরুণদের তামাকের মরণ নেশায় নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমতাবস্থায়, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন- "২০৪০ সাল নাগাদ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে অবিলম্বে আইন অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধানসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আপনার জোরালো সমর্থন একান্ত প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং তামাকের নেতিবাচক দিকটি সার্বজনীনভাবে প্রকাশ পায়।

উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আপনার এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে কি না সেই বিষয়ে বাজার নিয়মিত মনিটরিং করা এবং আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন পণ্য বাজারে বিক্রয় করা হলে, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপনার জেলার জেলা প্রশাসক এবং জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের নিকট অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(ডাঃ মোঃ ফারুক আহমেদ ভূইয়া)
লাইন ডাইরেক্টর
নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
তারিখ ঃ ০৮/০২/২০১৭ ইং

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/এলডি-এনসিডিসি/বিবিধ/অটিজম-টোব্যাকো/১১৯

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
০১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
০২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/উন্নয়ন ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
০৪। ফারহানা জামান লিজা, প্রকল্প কর্মকর্তা ও সহকারী গবেষক, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।
০৫। অফিস নথি।

স্বাক্ষরিত/-
০৮/০২/২০১৭
(ডাঃ মোঃ ফারুক আহমেদ ভূইয়া)
লাইন ডাইরেক্টর
নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্বরণি
মৎস্য ভবণ (১০ম তলা), রমনা, ঢাকা।

নং-০৩.০৯.০০০০.৬৫৫.৬৪.০০৭.১৩-১১ তারিখঃ ০৪.০১.২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য বাবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুসারে কর্মক্ষেত্রে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনে বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক অনুদান বৃদ্ধি ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত এনজিওসমূহকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীলকরণে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

ইতোপূর্বে ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর সহযোগিতায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যালয়কে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা এবং গত ২৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে এক চিঠিতে এনজিও সমূহের কার্যালয়কে ধূমপানমুক্ত করার আহবান জানানো হয়। উক্ত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় "এনজিও বিষয়ক ব্যুরো" এবং বেসরকারী সংস্থা "ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট" এর সমন্বিত পদক্ষেপে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতিশীলকরণে যথাপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'ভুক্ত সংগঠনগুলোর সহায়তায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ সরকার জনস্বার্থে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও ২০১৫ সালে সংশোধিত আইনের আলোকে বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। এ আইন অনুসারে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা এবং আইন অমান্যে জরিমানার বিধান বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের ৮(১) উপ-ধারায়, প্রত্যেক পাবলিক প্লেসে মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রনকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে এক বা একাধিক স্থানে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের বিধান করা হয়েছে এবং আইনের ধারা ৮(২) অনুসারে উল্লেখিত বিধান লংঘনে অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ড এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বারবার একই ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক দ্বিগুন হারে দন্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

এমতাবস্থায় জনস্বার্থে প্রণীত উল্লিখিত আইন বাস্তবায়নে আপনার সংস্থার সকল কার্যালয়ে আইন অনুসারে এক বা একাধিক স্থানে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করার অনুরোধ করা হলো।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র কর্মকর্তাবৃন্দ আগামী দিনে এনজিওদের কার্যালয় পরিদর্শন করার সময় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত এলাকাসম্বলিত সাইন প্রতিস্থাপনের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন পালনে সক্রিয় অবস্থাকে বিবেচনায় নেয়া হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৪/০১/২০১৬
(কে,এম আব্দুস সালাম)
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন: ৯৫৬২৮৩৮

প্রাপক
নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সকল নিবন্ধিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:
১. মূখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
২. সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রাণালয়;
৪. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;
৫. সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট;
৬. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১, কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা।
www.dncrp.gov.bd

স্মারক নং-২৬.০৪.০০০০.১০৩.২০.০৩১.১৭-১৩ তারিখঃ ০২-০৩-২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়: ২০১৩ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও ২০১৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধান কার্যকরকরণ প্রসঙ্গে ।

আপনি অবগত আছেন যে, সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীষর্ক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সরকার ও তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশোধন করেছে এবং ২০১৫ সালে সংশোধিত আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

সংশোধিত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী গত ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের উপরিভাগের ৫০ শতাংশ স্থানজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ছাপানোর কথা এবং উক্ত তারিখ হতে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সম্বলিত প্যাকেট বাজারে এসেছে। কিন্তু টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিচার্স সেল (টিসিআরসি) এর তত্বাবধায়নে ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়কালে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাত্র ৭০% বিড়ি-সিগারেটের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী আসলেও ৫৮% মোড়কেই আইন অনুযায়ী ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান করা হয়নি।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ মানুষ ধূমপানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগে মারা যাচ্ছে এবং ৩ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করছে। দি টোব্যাকো এটলাস অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১৪.৬% পুরুষ ও ৫.৭% মহিলা তামাক ব্যবহারের কারণে মারা যায়। ধূমপানের ধোঁয়াতে প্রায় ৪ হাজার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির জন্যে দায়ী এবং এর মধ্যে ৭০ টি রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পন্থা ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী। গবেষণায় দেখা গেছে, যে দেশে যত বড় ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়, সেই দেশে তামাকের ব্যবহার তত দ্রুত কমে আসছে। হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, সিঙ্গাপুরে ২০০৪ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রবর্তনের পর সেখানে ২৮% ধূমপায়ী ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ১৪% ধূমপায়ী শিশুদের সামনে এবং ১২% ধূমপায়ী গর্ভবতী নারীদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিল ২০০২ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী ৩৬% ধূমপায়ীকে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। তাই তামাকের ব্যবহার কমাতে, বিশেষ করে তরুণদের তামাকের মরণ নেশায় নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমতাবস্থায়, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন- "২০৪০ সাল নাগাদ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" বাস্তবায়নে অবিলম্বে আইন অনুযায়ী সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৫০ শতাংশ এলাকা জুড়ে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর বিধানসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের জোরালো সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। যার মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা হ্রাস এবং তামাকের নেতিবাচক দিকটি সার্বজনীনভাবে প্রকাশ পাবে।

উপরিল্লিখিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের সর্বত্র তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন -২০০৫ অনুযায়ী "সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী" যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না (ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশোধনী ২০১৩ ধারা ১০) এবং ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ধারা ৩৭, ৪৪, ৫২ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রযোজ্য ধারা অনুযায়ী এ বিষয়ে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা এবং বিষয়টির অপপ্রয়োগ রোধে- সতর্কবাণী বিহীন তামাকজাত পণ্য বাজারে বিক্রি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ।

উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আপনার এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করছে কি না সেই বিষয়ে বাজার নিয়মিত মনিটরিং করা এবং আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীবিহীন পণ্য বাজারে বিক্রয় করা হলে, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার মনিটরিং টিমকে নিযুক্ত করার মাধ্যমে আইনানুগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো হলো।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৩/২০১৭
(ড. মো: শাহাদাৎ হোসেন)
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৮১৮৯০৪৪, মোবাইলঃ ০১৭১৬৭৬৮০৭৫, ফ্যাক্স: ৮১৮৯৪২৫
E-mail: dir-operation@dncrp.gov.bd

স্মারক নং- ২৬.০৪.০০০০.১০৩.২০.০৩১.১৭-১৩ তারিখঃ ০২-০৩-২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য- (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।

৪। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। বিভাগীয় কমিশনার, ---------- (সকল বিভাগ)

৬। প্রধান সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আনসারী ভবন (৫ম তলা), ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

৭। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/উন্নয়ন ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৮। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।

৯। সভাপতি, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ৮/৬ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১০। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ---------- (সকল জেলা)

১১। পুলিশ সুপার, ---------- (সকল জেলা)

১২। উপপরিচালক ---------- (সকল), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ---------- ।

১৩। ডাঃ মোঃ ফারুক আহমেদ ভূইয়া, লাইন ডাইরেক্টর, ননকমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৪। সহকারী পরিচালক ---------- (সকল), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ---------- ।

১৫। মিস ফারহানা জামান লিজা, প্রকল্প কর্মকর্তা ও সহকারী গবেষক, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, হাউজ নং-৪, সড়ক নং- ১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

১৬। সৈয়দা অনন্যা রহমান, কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, ১৪/৩/এ জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা -১২০৭।

১৭। কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন (বাংলাদেশ), ফ্লাট-এফ-২, বাড়ী-৩৮, রোড-১০৪, গুলশান, ঢাকা।

১৮। সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ১৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা।

১৯। প্রেসিডেন্ট, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাড়ী নং -৪, রোড নং- ১, ব্লক-এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

২০। জনাব ----------

৫। অফিস কপি।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০৩/২০১৭
(ড. মো: শাহাদাৎ হোসেন)
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৮১৮৯০৪৪, মোবাইলঃ ০১৭১৬৭৬৮০৭৫, ফ্যাক্স: ৮১৮৯৪২৫
E-mail: dir-operation@dncrp.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ন ১৪২৬ / ১২ ডিসেম্বর ২০১৯

স্মারক নম্বর-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯৯.১০৪.১৭- ৪৬১

বিষয়: **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে বা ভিতরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার, বিক্রয়, প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা বন্ধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত।**

সূত্র: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সূত্র: ঢাআমি/আমিক-০৯/২০১৯-১৭৭৩, তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন হতে প্রাপ্ত পত্রটি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে বা ভিতরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার, বিক্রয়, প্রদর্শন, বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা বন্ধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

স্বাক্ষরিত/-
১২.১২.২০১৯
মোঃ রাহেদ হোসেন
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬৫৬৩
ইমেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়):
১. চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.৯৯.১০৪.১৭- ৪৬১/১(৭)

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ন ১৪২৬ / ১২ ডিসেম্বর ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১. অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২. অতিরিক্ত সচিব, কলেজ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩. অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪. অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৬. উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৭. সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিব দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্বাক্ষরিত/-
১২.১২.২০১৯
মোঃ রাহেদ হোসেন
উপসচিব

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
BANGLADESH INLAND WATER TRANSPORT AUTHOURITY

বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ ভবন
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
পোস্ট বক্স ৭৬, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর) এর দপ্তর
ঢাকা নদী বন্দর
সদরঘাট, ঢাকা।
ফোন নং-৪৭১১৩৩৭২, ফ্যাক্স নং-৯৫১২৮১১।

BIWTA BHABAN
141-143, MOTIJHEEL C/A,
POST BOX 76, DHAKA-1000
BANGLADESH

নথি নং-১৮.১১.২৬০০.০৬৬.০০৬.০১.১৮/১৩৬০ তারিখঃ ১৫-০৩-২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ঢাকা নদী বন্দর ও নৌ-যানসমূহে ধূমপান মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতির দিক বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করা হয়। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস হিসেবে নদী বন্দর এলাকা ও পাবলিক পরিবহন হিসেবে সকল নৌ-যানে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আইন অনুসারে ঢাকা নদী বন্দর ও সকল নৌ-যান; বিশেষ করে নদী বন্দর ভবন ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ইউনিট প্রধানগণ, আইন-শৃংখলা বাহিনী, নৌ-পুলিশ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করবেন। "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৩/২০২০
(এ কে এম আরিফ উদ্দিন)
যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর)
ফোন নং-০১৭১-২৫৩৭০২৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুসারে নয়):
১. যুগ্ম পরিচালক(নৌ-নিট্রা), ঢাকা নদী বন্দরবিভাগ, বিআইডাব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
২. যুগ্ম পরিচালক(নৌ-সওপ), ঢাকা নদী বন্দরবিভাগ, বিআইডাব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
৩. প্রকৌশলী ও জাহাজ জরীপকারক এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-যান রেজিস্ট্রার, সদরঘাট, ঢাকা।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), ঢাকা ডিভিশন, বিআইডাব্লিউটিএ, সদরঘাট, ঢাকা।
৫. অফিসার ইনচার্জ, সদরঘাট নৌ-থানা, ডিভিশন, সদরঘাট, ঢাকা।
৬. ইনচার্জ, টার্মিনাল পুলিশ ফাড়ি, ডিএমপি, ঢাকা।
৭. প্লাটুন কমান্ডার, আনসার ভিডিপি, ঢাকা নদী বন্দর, সদরঘাট, ঢাকা।
৮. সভাপতি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল(যাপ) সংস্থা, ঢাকা।
৯. সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা।
১০. সভাপতি, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলা বাজার, ঢাকা।
১১. আহবায়ক, বিআইডাব্লিউটিএ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃবি-২১৭৬(সিবিএ), সদরঘাট, ঢাকা।
১২. সভাপতি, বাংলাদেশ ঘাট শ্রমিকলীগ, সদরঘাট, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, নৌকা মাঝি সমবায় সমিতি, সদরঘাট, ঢাকা

অনুলিপিঃ
১. সচিব, বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা।
২. পরিচালক, বন্দর ও পরিবহন বিভাগ, বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা।
৩. পরিচালক, নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা।
৪. সমন্বয় কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা।
৫. সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিআইডাব্লিউটিএ, ঢাকা।
৬. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৭. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৮. পরিচালক, স্বাস্থ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, শ্যামলি, ঢাকা।
৯. নথি।

স্বাক্ষরিত/-
১৫/০৩/২০২০
যুগ্ম-পরিচালক(বন্দর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন,
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
ওয়েবঃ www.brta.gov.bd

স্মারক নং- ৩৫.০৩.০০০০.০০৭.২৯.২০.১৯-২৩৯৮ তারিখঃ ১৯-০৫-২০১৯খ্রিঃ।

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ বিআরটিএ'র সকল অফিস "ধূমপানমুক্ত" ঘোষণা এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন প্রসঙ্গে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস হিসেবে বিআরটিএ সদর কার্যালয় ও সকল বিভাগীয় অফিস এবং সার্কেল অফিসসমূহকে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা করা হলো। অফিস প্রধানগণ এ আদেশ যথাযথ ভাবে কার্যকর করবেন। বিআরটিএর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জনগণকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করবেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিষয়টি তদারকী করবেন।

০২। উল্লেখিত আইনের ধারা ৮-এ প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধয়াক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উক্ত ভবনের এক বা একাধিক জায়গায় "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সংম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শনের নির্দেশনা রয়েছে। কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধয়াক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

০৩। এমতাবস্থায়, বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিসের দৃশ্যমান স্থানে একাধিক জায়গায় উল্লিখিত নোটিশ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে নোটিশ বোর্ডে নমুনা কপি দেয়া আছে।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৫/২০১৯
মোঃ মশিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান
ফোন ঃ ০২-৫৫০৪০৭১১

বিতরণ ঃ

১. পরিচালক (প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিঃ)/সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, ঢাকা।
২. উপ- পরিচালক, বিআরটিএ বিভাগ (সকল)..... ।
৩. সহকারী-পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ সার্কেল (সকল)..... ।

অনুলিপিঃ (জ্ঞাতার্থে)

১. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন,
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
ওয়েবঃ www.brta.gov.bd

স্মারক নং- ৩৫.০৩.০০০০.০০৭.২৯.২০.১৯-২৩৯৯ তারিখঃ ১৯-০৫-২০১৯খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **পাবলিক পরিবহনসমূহে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ধূমপানমুক্ত সাইন/স্টিকার প্রদর্শন প্রসঙ্গে।**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলি প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।এছাড়া পাবলিক পরিবহনে ধূমপানরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উক্ত আইনের ৮ ধারা মোতাবেক সকল পাবলিক পরিবহনে "ধূমপান হতে বিরত থাকুন,ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সংম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক।

০২। উপরোক্ত আইনের আালোকে এবং গত ২৫/০৩/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তনুসারে আগামি ০২ মাসের মধ্যে সকল পাবলিক পরিবহনের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানের একাধিক জায়গায় উল্লেখিত নোটিশ গাড়ীর মালিক কর্তৃক নিজ উদ্যোগে প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হল। ৪০ সেন্টিমিটার/২০ সেন্টিমিটার (নূন্যতম) সাইজের স্টিকার লাল এর উপর সাদা অথবা সাদার উপর লাল রং এর লিখা হতে হবে। (নমুনা সংযুক্ত)

০৩। আগামী ০১/০৮/২০২০ খ্রি: তারিখ থেকে ভ্রাম্যামান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইন অমান্যকারীকে পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুসারে জরিমানার আওতায় আনা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৫/২০১৯
মোঃ মশিয়ার রহমান
চেয়ারম্যান
ফোন ঃ ০২-৫৫০৪০৭১১

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১. পরিচালক (প্রশাঃ/ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিঃ)/সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, ঢাকা।
২. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, বোরাক টাওয়ার, ১১৭, কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, মহাখালি বাস টার্মিনাল, মহাখালি, ঢাকা।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, গাবতলী বাস টার্মিনাল, গাবতলী, ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস মালিক সমিতি, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, গাবতলী, মিরপুর-১, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান/জেনারেল সেক্রেটারী, ঢাকা জেলা বাস-ট্রাক ওনার্স গ্রুপ,২৩১/ক, বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
১০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ী, চাঁদতারা মসজিদ, গাবতলী, ঢাকা।
১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, মহাখালী/সায়েদাবাদ/গাবতলী বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
১২. প্রধান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন- হেল্থ সেক্টর, শ্যামলী, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
২। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, বিআরটিসি ভবন, ২১, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমন্ডি, ঢাকা।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
পরিবহন ভবন
২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

পত্র নং- ৩৫.০৪.০০০০.০১৪.০০.৭৫০.২০১০/১০৩৯ তারিখ: ১২/১০/১৭ খ্রিঃ

বিষয়: বিআরটিসি'র গাড়ীর ভিতর ধূমপান ও কর্তব্যরত অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা।

সূত্র: ১। ১৪/অপাঃ/৪৩(অংশ-৫)/২০১০/৩৯৬/১(২০), তারিখঃ ২৫/১০/২০১০ ইং।

২। ৩৫.০৪.০০০০.০০৭.০০.০৫৯.১৫/৩৭২, তারিখ: ০৭/০৩/২০১৬ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রদ্বয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বিআরটিসি'র গাড়ীতে যাত্রী/চালক/কন্ডাক্টর/হেলপারকে ধূমপান এবং চালক/কন্ডাক্টর/ হেলপারকে কর্তব্যরত অবস্থায় মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকার জন্য একাধিকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশ অমান্য করে গাড়ীতে কর্তব্যরত অবস্থায়, এমনকি গাড়ী চলন্ত অবস্থায় স্টিয়ারিং এ বসে চালকের ধূমপান করার এবং মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ ও দন্ডণীয় অপরাধ। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ মোতাবেক গণপরিবহনসহ পাবলিক প্লেসে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিআরটিসি'র সিটিজেন চার্টারেও তার উল্লেখ আছে। এ ধরণের গর্হিত ও আইনবহির্ভূত কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য পুণরায় কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করা হ'ল। পরবর্তীতে এ ধরণের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে চাকুরীচ্যুতিসহ কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। ২নং সূত্রোক্ত পত্র মারফত বিআরটিসি'র লোগোযুক্ত "ধূমপান মুক্ত পরিবহন" /Smoke free Transport স্টিকার বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসের অভ্যন্তরে স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হয়। এ আলোকে বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসের গেইটের উপরে এবং বাসের ভিতরে দৃশ্যমান স্থানে কালি দিয়ে "ধূমপান মুক্ত পরিবহন" /Smoke free Transport লিখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। বর্ণিত বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করার জন্য ডিপোর ম্যানেজার (অপাঃ)কে নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

স্বাক্ষরিত/-
১২/১০/২০১৭
(ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া)
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান, বিআরটিসি।
ফোন নং- ৯৫৫৪৩৫০, ৯৫৬৩৫৪৩।
E-mail: chairman@brtc.gov.bd

কার্যার্থেঃ
ম্যানেজার (অপাঃ)
মতিঝিল/কল্যাণপুর/দ্বিতল/জোয়ারসাহারা/নারায়নগঞ্জ/মোহাম্মদপুর/
গাজীপুর/নরসিংদী/উথলী/কুমিল্লা/সোনাপুর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা/
পাবনা/বগুড়া/রংপুর/দিনাজপুর/সিলেট বাস ডিপো/ঢাকা/চট্টগ্রাম ট্রাক
ডিপো, বিআরটিসি।

অনুলিপিঃ
১। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)/ (প্রশাসন ও অপাঃ)/ (কারিগরি), বিআরটিসি।
২। জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাঃ ও পার্সো)/(হিসাব)/(কারিগরি), বিআরটিসি।
৩। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৩, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবণ (১০ম তলা), রমনা, ঢাকা।

নং-০৩.০৯.০০০০.৬৬১.৫৫.০১৭.২০১৩-৫১৫ তারিখঃ ২৬/১১/২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ কর্মক্ষেত্র ধূমপানমুক্ত রাখা প্রসংগে।

বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" অনুযায়ী গৃহীত ধূমপান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন" এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র সমন্বিত পদক্ষেপে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে ধূমপানমুক্ত অফিস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং উপর্যুক্ত আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে যথাপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, "ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন" ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-এ ধূমপান বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকারের ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমকে সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় উক্ত আইনের কার্যকর ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আপনার সংস্থার প্রধান অফিস ও অন্যান্য শাখা অফিসকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। সেই সংগে বিষয়টি নিয়ে বেনিফিশিয়ারীদেরকে সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/১২/১৪
(কে এম আব্দুস সালাম)
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোনঃ ৯৫৬২৮৪৫

নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওসমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নং-৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.৪২.২০১৮-৭০৩

তারিখঃ ১১ নভেম্বর ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর ধারা-৪ মোতাবেক পাবলিক প্লেসে ধূমপান শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত আইনের বিধি-৮ অনুসারে পাবলিক প্লেসে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" বার্তা সম্বলিত নোটিশ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। কোন পাবলিক প্লেসের মালিক/ম্যানেজার/তত্ত্বাবধায়ক/নিয়ন্ত্রণকারি ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ১০০০ টাকার অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১১/১১/২০১৮
ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৪৭৮
lgdsecretary@lgd.gov.bd

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।
৩। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।
৫। সমন্বয়ক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চেয়ারম্যান, সকল জেলা পরিষদ।
৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/নারায়নগঞ্জ/কুমিল্লা/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল জেলা পরিষদ।
৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মেয়রস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা।
১০। মেয়র, সকল পৌরসভা।
১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতি, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা পরিষদ।
১৩। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা।
১৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতি।
১৫। চেয়ারম্যান, সকল ইউনিয়ন পরিষদ।

অনুলিপিঃ (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় মেয়র, সকল সিটি কর্পোরেশন।
২। অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত সচিব (পাস/প্রশাসন/নগর উন্নয়ন/উন্নয়ন)/মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.৪২.২০১৮-৭১৪ তারিখ: ১২ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ বাস্তবায়ন" শীর্ষক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়ন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভা সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৮ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সিদ্ধান্ত ৩ অনুযায়ি সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক বাজেটে নিজস্ব তহবিল হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং তা খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সভার কার্যবিবরণী অত্রসাথ সংযুক্ত করা হলো।

০২। এতাবস্থায়, উক্ত সভার ৩ নং সিদ্ধান্ত গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন ও পরবর্তীতে বাজেট বরাদ্দ এবং সে অর্থ দিয়ে পরিচালিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ফোকাল পার্সন বরাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১১/১১/২০১৮
(মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৭০
watersupply_02@yahoo.com

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
৩। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।
৫। সমন্বয়ক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৬। চেয়ারম্যান, সকল জেলা পরিষদ।
৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/নারায়নগঞ্জ/কুমিল্লা/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল জেলা পরিষদ।
৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মেয়রস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা।
১০। মেয়র, সকল পৌরসভা।
১১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতি, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান, সকল উপজেলা পরিষদ।
১৩। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, সকল সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা।
১৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সমিতি।
১৫। চেয়ারম্যান, সকল ইউনিয়ন পরিষদ।

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে, জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মাননীয় মেয়র, সকল সিটি কর্পোরেশন।
২। অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত সচিব (পাস/প্রশাসন/নগর উন্নয়ন/উন্নয়ন)/মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৬ ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
www.police.gov.bd

স্মারক নং- ট্রেনিং/৪৪.০১.০০০০.০৩৮.১৯১.০০১.১৬/৬৩৪(৪৬)

তারিখঃ ৩০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় ঃ **প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০০৫ এর বিধিমালা ২০১৫" অন্তর্ভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে (সংযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ) পরিচালিত মৌলিক ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যসূচীতে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০০৫ এবং বিধিমালা ২০১৫" অন্তর্ভূক্ত করে পাঠদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
১৩.০৪.২০১৭
ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম
বিপি-৬৯৯৮০২০৮১১
অতিরিক্ত ডিআইজি (টিএন্ডএস), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ফোন নং- ৯৫৬৪৭৭৫
E-mail: aigtrg@ police.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)
১. অতিরিক্ত আইজি (টিএন্ডআইএম), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ টিএন্ডআইএম হেডকোয়ার্টার্স, রাজারবাগ, ঢাকা
২. রেক্টর, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী
৪. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা
৫. পরিচালক (ডিআইজি), কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজারবাগ, ঢাকা
৬. কমান্ড্যান্ট, এসবি ট্রেনিং স্কুল, রাজারবাগ, ঢাকা
৭. কমান্ড্যান্ট, ডিটিএস/এফটিআই, সিআইডি, ঢাকা
৮. কমান্ড্যান্ট, টিডিএস, মিলব্যারাক, ঢাকা
৯. কমান্ড্যান্ট, পিটিসি, রংপুর/টাঙ্গাইল/খুলনা/নোয়াখালী
১০. কমান্ড্যান্ট, এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, খাগড়াছড়ি
১১. কমান্ড্যান্ট, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি
১২. ইনচার্জ, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, সিএমপি, চট্টগ্রাম/গাজীপুর/জামালপুর/নেত্রকোনা/শেরপুর/মাদারীপুর/টাঙ্গাইল/ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা/নোয়াখালী/কক্সবাজার/বান্দরবান/সিলেট/হবিগঞ্জ/সুনামগঞ্জ/রাজশাহী/নওগাঁ/বগুড়া/সিরাজগঞ্জ/গাইবান্ধা/লালমনিরহাট/ নীলফামারী/দিনাজপুর/ঠাকুরগাঁও/ সাতক্ষীরা/ঝিনাইদহ/কুষ্টিয়া/বরিশাল/পিরোজপুর/ ৬ এপিবিএন, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি
১৩. ইনচার্জ, অপারেশন কন্ট্রোলরুম, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
(পত্রটি ফ্যাক্স/টেলিফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রেরণপূর্বক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)

স্মারক নং- ট্রেনিং/৪৪.০১.০০০০.০৩৮.১৯১.০০১.১৬/৬৩৪/১

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে:
সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
[দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী সচিব, পুলিশ শাখা-৫, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়]

স্বাক্ষরিত/-
১৩.০৪.২০১৭
ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম
বিপি-৬৯৯৮০২০৮১১
এ্যাডিশনাল ডিআইজি (টিএন্ডএস), বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ফোন নং- ৯৫৬৪৭৭৫
E-mail: aigtrg@ police.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৪

নং- ৪৪.০০.০০০০.০২২.১০.০০১.২০১৬-০৪ তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয়ঃ **ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তরসমূহ-কে নিয়ে গত ১৫/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রত্যেক বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এ 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একজন ফোকাল পার্সন নির্বাচনপূর্বক তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে;

২. প্রত্যেক বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর তাদের মাসিক রিপোর্টে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরে মাসের ১০-১২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং ফোকাল পার্সন এ সকল কাজের সমন্বয় সাধন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবেন;

৩. পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাসিক ক্রাইম রিপোর্টে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' অন্তর্ভূক্ত করবে এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে;

৪. সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর অধিনস্থ বাহিনীর সকল সদস্য যাতে ইফনিফরম পরিহিত অবস্থায় ধূমপান থেকে বিরত থাকে তা পৃথক পৃথক অনুশাসন জারির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যাতে জনমনে আইন প্রতিপালনের ব্যাপারে কোন সংশয়ের সৃষ্টি না হয়;

৫. মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এ "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিশ প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবে। নোটিশের নমুনা জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, web site: http://ntcc.gov.bd) এবং বিভাগীয়/দপ্তর প্রধানগণ তাদের দপ্তর সম্পূর্ণরূপে ধূমপান/তামাক মুক্ত রাখবেন (তবে ক্ষেত্রবিশেষে অত্যাবশ্যক মনে করলে দপ্তর প্রধান আইনের বিধান অনুসরণপূর্বক ধূমপানের জন্য স্থান নির্ধারণ করতে পারে)।

৬. মন্ত্রণালয়ের বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর ট্রেনিং কারিকুলাম এ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অন্তর্ভূক্ত করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর এর অধীনস্ত কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে এবং নিয়মিত মামলা দায়েরের জন্য উৎসাহিত করবে।

০২। উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-
০২/০২/২০১৭
ফেরদৌস রওশন আরা
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩২২৯

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ, পিলখানা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৬। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৭। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা ।
৮। মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউনিয়ন পরিষদ-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মরক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০২.১৫(অংশ-১)-১১২৬

তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪২৭ / ২৫ অক্টোবর ২০২০

বিষয়ঃ কোভিড-১৯, যক্ষাসহ নানা সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে সকল ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন পাবলিক প্লেসে পানের পিক ও থুতু ফেলা নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯ গাইবান্ধা-০১ ও প্রেসিডেন্ট, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর ১৬/০৯/২০২০ তারিখের ডিওপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকে ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯ গাইবান্ধা-০১ ও প্রেসিডেন্ট টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর নিকট হতে প্রাপ্ত পত্রটি অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো। উক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনায় নিয়ে সকল ইউনিয়ন পরিষদের পাবলিক প্লেসে পান, জর্দ্দা এবং গুল সেবন ও যত্রতত্র কফ থুতু, পানের পিক ফেলা নিষিদ্ধকরণের লক্ষ্যে তাঁর জেলার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৫.১০.২০২০
(মোহাম্মদ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৮৬৬০৫
ই-মেইল: up1lgd@gmail.com

জেলা প্রশাসক (সকল)

---------- জেলা।

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)

১. ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯ গাইবান্ধা-০১ ও প্রেসিডেন্ট, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. অতিরিক্ত সচিব (ইউপি)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-: ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.২৪৬.২০১৮-১৮০৮ তারিখ: ২৪/০৪/২০১৯

বিষয়: ধূমপান ও তামাক জাতীয় দ্রব্য পরিহার সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কোনো কোনো শিক্ষক বিদ্যালয়ে কিংবা বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে ধূমপান করেন। বিষয়টি শিক্ষকসুলভ আচরণ ও জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

সুতরাং এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে যে, তারা বিদ্যালয়ের ভিতরে ধূমপান করবেন না এবং বিদ্যালয়ের বাইরে অন্তত শিক্ষার্থীদের সামনে ধূমপান থেকে বিরত থাকবেন।

আরও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো শিক্ষক প্রচুর পরিমাণ পান, জর্দা ও গুল গ্রহণ করে ক্লাসরুমে যান কিংবা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কথা বলেন। এতে শিক্ষার্থীদের ভিতর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

সুতরাং শিখন-শিখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় কিংবা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের পান, জর্দা ও গুল গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৪.০৪.২০১৯
(প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল মান্নান)
পরিচালক (মাধ্যমিক)
ফোন: ৯৫৫৪৫৬৫

অধ্যক্ষ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সকল)
প্রধান শিক্ষক (সকল)

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১/২)
০২। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন/পরি: ও উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ/মনি: এন্ড ইভা:/অর্থ ও ক্রয়/), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৩। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল।
০৪। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, সকল অঞ্চল।
০৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, সকল।
০৬। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল।
০৭। থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল।
০৮। পি এ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৯। সংরক্ষণ নথি।

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মান ভবন, ১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮।

জর্দা সম্পর্কে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জর্দা বা তামাক জাতীয় পণ্যে এ্যালকালয়েড ও নিকোটিন অধিকমাত্রায় থাকে। এ জাতীয় পণ্য সেবনের ফলে মুখে, গলায়, খাদ্যনালীতে, দাঁতের গোড়ায় ক্যান্সারসহ উচ্চ রক্তচাপ ও নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে বিএসটিআই তামাক জাতীয় পণ্য বাধ্যতামূলক পণ্যের তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেনি এবং এ জাতীয় পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই'র বৈধ লাইসেন্স নেই। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর জর্দার প্যাকেটে/মোড়কে বিএসটিআই'র লোগো/মনোগ্রাম ব্যবহার করছে, যা **বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইন, ২০১৮ এর পরিপন্থি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

এমতাবস্থায়, অবৈধভাবে জর্দার প্যাকেট/মোড়কে বিএসটিআই'র লোগো/মনোগ্রাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য এবং বিএসটিআই'র মানচিহ্ন যুক্ত জর্দা অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১০/০১/২০২০
(মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dghs.gov.bd

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/চিশিজ/বিবিধ(ধূমপঃভিঃ কার্য)২০১৬/৫৩৭১ তারিখঃ ২৭/১১/২০১৬ইং

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোহাম্মদ নাসিম এম.পি এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সরকারী-বেসরকারী মেডিকেল কলেজ/ ডেন্টাল কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ধূমপান ও তামাক মুক্ত শিক্ষাঙ্গণ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে আপনার অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানান যাচ্ছে যে, সরকারী বেসরকারী মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটে নবাগত ভর্তিচ্ছুক অথবা ইতোমধ্যে যারা ভর্তি হয়েছে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য ধূমপান ও তামাক মুক্ত শিক্ষাঙ্গণ গড়ার লক্ষ্যে Orientation ক্লাসে এ ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা আদায়ের জন্য অনুরোধ করা হলো। একই সাথে শিক্ষকমন্ডলী ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দেশনাটি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৭.১১.২০১৬
অধ্যাপক ডা. এম. এ রশিদ
পরিচালক
চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।
ফোনঃ ৮৮২৫৪০০, ফ্যাক্সঃ ৯৮৮৬৬১২।

বিতরণঃ

(১) অধ্যক্ষ, ... (সকল) সরকারী বেসরকারী মেডিকেল কলেজ/ ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ

(১) মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণঃ মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণঃ প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
(৩) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
(৪) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
(৫) অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৬) পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অঙ্গীকার নামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার নাম প্রদান করছি যে, নিজে ধূমপান/তামাকজাত দ্রব্য সেবন করি না/ করব না এবং অন্যকে ধূমপান/তামাকজাত দ্রব্য সেবনে নিরুৎসাহীত করব।

নামঃ

....

....

....

অধ্যক্ষ/প্রতিষ্ঠান প্রদানের স্বাক্ষর

ও

সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
ময়মনসিংহ
(সাধারণ শাখা)
www.mymensinghdiv.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৫.৪৫.০০০০.০১১.৯৯.০০৩.১৬.৫০১

তারিখ: ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ / ৫ ডিসেম্বর, ২০১৮

বিষয়: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণকে অর্ন্তভুক্ত করেছে।

এমতাবস্থায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক মুক্ত বিভাগ তথা বাংলাদেশ গড়তে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের উপর প্রতিমাসে কমপক্ষে দুটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনদের সঙ্গে সমন্বয়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠনপূর্বক নিয়মিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা করে উক্ত সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
০৫.১২.২০১৮
(মাহ্‌মুদ হাসান)
বিভাগীয় কমিশনার
ময়মনসিংহ বিভাগ
ফোনঃ +৮৮-০৯১-৬১৪৪৪ (অফিস)
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০৯১-৬৬৪৪০ (অফিস)
ই-মেইল: divcommymensingh@mopa.gov.bd

জেলা প্রশাসক/ সিভিল সার্জন
ময়মনসিংহ/নেত্রকোনা/জামালপুর/শেরপুর

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

১. জনাব মো: হাবিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (জওবি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. জনাব মো. খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ঢাকা।
৩. জনাব মো. বজলুর রহমান, সদস্য সচিব, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
(সাধারণ শাখা)
www.rajshahidiv.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৩.০০০০.০১২.০২.০০৬.১৯.১৩০৬ তারিখ: ১৮/০৭/২০১৯ খ্রি.

বিষয়: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণকে অর্ন্তভূক্ত করেছে।

০২। এমতাবস্থায়, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক মুক্ত বিভাগ তথা বাংলাদেশ গড়তে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের উপর প্রতিমাসে কমপক্ষে দুটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনদের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠনপূর্বক নিয়মিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা করে উক্ত সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৮.০৭.২০১৯
মো: আনওয়ার হোসেন
বিভাগীয় কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত)
রাজশাহী বিভাগ
রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৭২২৩৩ (অফিস)
email: divcomrajshahi@mopa.gov.bd

১। জেলা প্রশাসক ..... (সকল), রাজশাহী বিভাগ
২। সিভিল সার্জন ..... (সকল), রাজশাহী বিভাগ

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):
১। অতিরিক্ত সচিব (জওবি), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। যুগ্মসচিব ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ঢাকা
৩। সদস্য সচিব, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।
সাধারণ শাখা-২
www.sylhetdiv.gov.bd
পো: কদমতলী, আলমপুর, সিলেট-৩১১১

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৮.১৮.০০৬.১৯.১১০

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ২৭ মে ২০১৯

বিষয় : **জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত টাস্কফোর্স কমিটির সভা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত।**

সূত্র : ০৯১১৭/বিডি/২১-২৩/টিসিআরসি/২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পিকার্স সামিটের সমাপনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণকে অর্ন্তভুক্ত করেছে।

এমতাবস্থায়, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক মুক্ত বিভাগ তথা বাংলাদেশ গড়তে ও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের উপর প্রতিমাসে কমপক্ষে **দুইটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা** এবং জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনদের সঙ্গে সমন্বয়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠনপূর্বক নিয়মিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা করে উক্ত সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৭-৫-২০১৯
মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
বিভাগীয় কমিশনার
ফোন: ০৮২১-৮৪০০০২
ফ্যাক্স: ০৮২১-৮৪০০২০
ই-মেইল: divcomsylhet@mopa.gov.bd

বিতরণ:

১) জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)।
২) সিভিল সার্জন (সকল, সিলেট বিভাগ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
(সাধারণ শাখা)
www.barishaldiv.gov.bd

নম্বর-০৫.১০.০০০০.০০৩.৩৭.০০১.১৯-৬৭৬

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪২৬ / ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিষয় : ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর আলোকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ এ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা আয়োজন।

সূত্র : টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা এর ৩০-০৭-২০১৮ তারিখের 09129/BD/21/23/TCRC/2019 নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর আলোকে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য এবং এ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের বরাবর প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
০৩.০৯.২০১৯
(রেজওয়ানা কবির)
সহকারী কমিশনার
ফোন-০৪৩১-৬৪০৬১

জেলা প্রশাসক
বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/পিরোজপুর/বরগুনা/ঝালকাঠি।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে:

০১। জনাব মো: বজলুর রহমান, সদস্য সচিব, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা
(সাধারণ শাখা)
www.dhakadiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪১.৩০০০.০১২.১০.০০১.১৯.৩৯১

তারিখ: ৫ পৌষ ১৪২৭ / ২০ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১৭.১১.২০২০ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত তামাক বিরোধী সভার সিদ্ধান্তসমূহ

"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক আলোচনা সভা ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও দি ইউনিয়ন এর আয়োজনে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সহযোগিতায় গত ১৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মো. মোস্তফিজুর রহমান, পিএএ, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে করণীয় বিষেয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

- জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সভা নিয়মিতকরণ, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- আইন লঙ্ঘণ করে তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রদর্শন/প্রচারণাকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
- তামাকজাত পণ্য ব্যবহারে করোনার ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।
- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে পাবলিক প্লেসে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উক্ত আলোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/১২/২০২০
মো: মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ
বিভাগীয় কমিশনার
ফোন: ০২-৪৮৩১৫০৮৫
ফ্যাক্স: ৪৯৩৪৯৯৯৯
ই-মেইল: divcomdhaka@mopa.gov.bd

জেলা প্রশাসক, (সকল), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা

স্মারক নম্বর: ০৫.৪১.৩০০০.০১২.১০.০০১.১৯.৩৯১/১(৩১)

তারিখ: ৫ পৌষ ১৪২৭ / ২০ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/রাজস্ব/উন্নয়ন ও আইসিটি এবং এপিএমবি) ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৩. পরিচালক (প্রশাসন) (চলতি দায়িত্ব), পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪. সিভিল সার্জন, ঢাকা/ফরিদপুর/গাজীপুর/গোপালগঞ্জ/কিশোরগঞ্জ/মাদারীপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ/নারায়নগঞ্জ/নরসিংদী/রাজবাড়ী/শরিয়তপুর/ টাঙ্গাইল
৫. সিনিয়র সহকারী কমিশনার/সহকারী কমিশনার (মাঠ প্রশাসন/রাজস্ব/উন্নয়ন/নেজারত ও হিসাব/সাধারণ/আইসিটি/ এপিএমবি/ বিশেষ সেল), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা
৬. কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা (কমিশনার মগোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭. সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ১৪/৩/এ. জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
৮. নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, ১৪/৩/এ. জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭
৯. সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, ১৪/২ আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
১০. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা

স্বাক্ষরিত/-
২৪/১২/২০২০
মুনিয়া চৌধুরী
সহকারী কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
৩৬ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনী, রমনা, ঢাকা-১১০০।

স্মারক নং-ডিএমপি(সঃ দঃ)/অপারেশন/২৬-২০০৯/২৩৪৫/১৯৫ তারিখ ঃ ১৩/০৬/২০১০ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ **ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল অফিস, থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্স, ট্রাফিক ইউনিটসমূহকে "ধুমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫" প্রণয়ন করেছেন। উল্লেখিত আইনের ৪(১) ধারা মোতাবেক পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাবলিক প্লেস হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সকল অফিস, থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্স, ট্রাফিক ইউনিটসমূহকে "ধূমপানমুক্ত এলাকা" ঘোষণা করা হলো। উল্লেখিত স্থানে ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইউনিট প্রধানগণ এ আদেশ যথাযথভাবে কার্যকর করবেন। পুলিশ সদস্যগণ জনগনকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করবেন এবং বিভিন্ন সময়ে জনগনের সাথে মতবিনিময়ের সময় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণ বিষয়টি তদারকী করবেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/০৬/১০
(এ. কে. এম শহিদুল হক, বিপিএম, পিপিএম)
বিপি ৫৯৮৬০০০২০
কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা
ফোন: ৯৩৩১৫৫৫, ফ্যাক্স-৮৩২২৭৪৬
ই-মেইল: pc@dmp.gov.bd

স্মারক নং-ডিএমপি(সঃ দঃ)/অপারেশন/২৬-২০০৯/২৩৪৫/১৯৫ তারিখ ঃ ১৩/০৬/২০১০ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১. অতিঃ পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
২. যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (সকল), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৩. উপ-পুলিশ কমিশনার (সকল), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৪. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সকল), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৫. সহকারী পুলিশ কমিশনার (সকল), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল থানা/বেতার/এক্সচেঞ্জ), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৭. অফিস নথি।

স্বাক্ষরিত/-
১৩/০৬/১০
(এ. কে. এম শহিদুল হক, বিপিএম, পিপিএম)
বিপি ৫৯৮৬০০০২০

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫
(২০১৩ সালে সংশোধন) এবং
ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর আলোকে
তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্ক বার্তাসমূহ
(বিড়ি-সিগারেটের জন্য ৭টি ও জর্দা-গুলের জন্য ২টি)

ধারা ১০: ২: ক(অ)

ধারা ১০: ২: ক(আ)

ধারা ১০: ২: ক(ই)

ধারা ১০: ২: ক(ঈ)

ধারা ১০: ২: ক(উ)

ধারা ১০: ২: ক(ঊ)

বিধি ৯(১)খ

ধারা ১০: ২: খ(অ)

ধারা ১০: ২: খ(আ)

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এর ধারা-৮ এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-৮ এর আলোকে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে সতর্কতামূলক নোটিশ (নো-স্মোকিং সাইনেজ) এর নমুনা

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন: সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ধারা সমূহ

ধারা	বিষয়	ভঙ্গকারী	জরিমানা
৪	পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ	ব্যক্তি	৩০০ টাকা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৫	তামাকজাত দ্রব্যের সব ধরণের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি, দোকানদার/ব্যবসায়ী	৩ মাসের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৬	অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি ও ব্যবসায়ী	৩ মাসের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৬ক	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট বা তাদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ	তামাক কোম্পানি, দোকানদার/ব্যবসায়ী	৫০০০ টাকা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
৮	পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো- স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন	প্রতিষ্ঠানের মালিক/ কর্তৃপক্ষ	১০০০ টাকা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ
১০	তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কের ৫০% স্থানজুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন	তামাক কোম্পানি, দোকানদার, ব্যবসায়ী	৬ মাসের জেল ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানা, পুণঃ অপরাধে জরিমানা দ্বিগুণ

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
আনসারি ভবন (৫ম তলা), ১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
টেলিফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৫৫১৩৫
ইমেইল: info@ntcc.gov.bd; ntcc_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ntcc.gov.bd